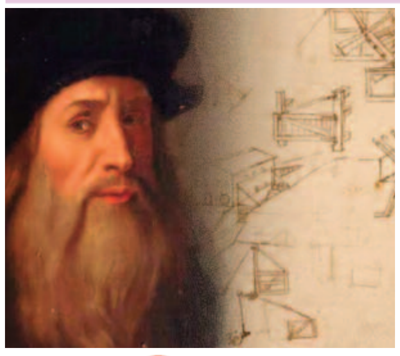

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ দা ভিঞ্চির কোডেক্স থেকে মোনালিসা

আরামবাগে টানা বৃষ্টিতে ভাঙল মাটির বাড়ি ৫

কলকাতা ৩ অক্টোবর ২০২৩ ১৫ আশ্বিন ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১১৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 3.10.2023, Vol.17, Issue No. 114, 8 Pages, Price 3.00

দিল্লি পুলিশ যদি গায়ে হাত দেয়, ছেড়ে দেওয়া হবে না

কর্মসূচি বদলের ঘোষণা করে হুঁশিয়ারি অভিষেকের

ধর্নাস্থলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি, অর্জুন সিং প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজধানী দিল্লিতে তৃণমূলের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচিতে রদবদল হল। সোমবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে দলীয় বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সাংবাদিক বৈঠকেই দলের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচিতে রদবদলের কথা ঘোষণা করেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তাঁদের সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে যন্তর-মন্তরে সেই প্রতিবাদ সভায় যোগ দেবেন শয়ে-শয়ে সাধারণ মানুষ, জব কার্ড হোল্ডাররা। দিল্লি পুলিশ তাঁদের গায়ে হাত দিলে ছেড়ে দেওয়া হবে না। সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে দাঁড়িয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন রাজঘাটে গান্ধিজিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পর সেখানেই শান্তিপূর্ণ ধর্না কর্মসূচিতে বসেছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। কিন্তু, দিল্লি পুলিশ রীতিমতো লাঠি উঁচিয়ে তাঁদের তাড়া করে বলে অভিযোগ। এমনকী অভিষেকের প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ তুলেছেন বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গ তুলেই এদিন সন্ধ্যায় কেন্দ্রকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক জানান, মঙ্গলবার দুপুর ১টা থেকে যন্তর মন্তরে তৃণমূলের সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহ-সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের সঙ্গে ১০০ দিনের 'জব কার্ড হোল্ডার'রা ধর্না শুরু করবেন। সন্ধ্যা ৬টায় কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে দেখা করতে যাবে তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল। আগে ঠিক ছিল, সকাল সাড়ে ৯টায় ধর্না কর্মসূচির সূচনা হবে। দুপুর ১টায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। কিন্তু সন্ধ্যার বৈঠকে ওই কর্মসূচিতে রদবদল আনেন অভিষেক।

পাশাপাশি, রাজ্য সরকার চাকরি দিতে চায়। নিয়োগ আটকে রেখেছে সিবিআই বলেও দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বিঁধে দাবি করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, সিবিআই তদন্তের নিট ফল শূন্য। সারদা, রোজভ্যালি কাণ্ডে সিবিআই তো তদন্ত করছে। কিন্তু কতজন উপভোক্তা টাকা ফেরত পেয়েছেন? নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডেও তদন্ত চলছে, কিন্তু কতজন নিয়োগ পেয়েছে? দিল্লিতে দাঁড়িয়ে চাকরিপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে অভিষেকের এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নতুন করে কর্মসূচি ঘোষণার পর হুঁশিয়ারিও দেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'আগামী কাল আমাদের প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে রাজ্যের দাবিদাওয়া জানাতে যাবে। যদি আমরা আমাদের প্রশ্নের জবাব সঠিক ভাবে না পাই, তা হলে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বেরিয়েই আমরা আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।'

সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ রাজঘাটে শ্রদ্ধা জানাতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের সাংসদ, মন্ত্রী-বিধায়করা। সেখানেই ধর্নায় বসে প্রতিবাদে সামিল হন তাঁরা।

'আজ এই রাজঘাটে দাঁড়িয়ে, দিল্লির মাটিতে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছি, আগামীকাল লড়াই হবে। সরকারের ক্ষমতা কত আর জনগণের ক্ষমতা কত দেখা যাবে। গণতন্ত্রই শেষ কথা, আগামী দিনে এটা মানুষ প্রমাণ করে দেবে।' সোমবার রাজঘাট চত্বরে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে এমনই ভাষায় রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে দেখা গেল তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, 'শান্তি-সাধনা, কৃচ্ছ সাধনা, জাতির জনকের সংগ্রামের প্রতীক হল রাজঘাট। ২০২১ সাল থেকে ১৫,২০০ কোটি টাকা বাংলার পাওনা রয়েছে। জোর করে টাকা আটকে রেখেছে বিজেপি সরকার। এই বকেয়ার দাবিতে আমরা এই রাজঘাট থেকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ শুরু করছি।' এর পাশাপাশি অভিষেক এও জানান, সোমবারের পাশাপাশি মঙ্গলবারও প্রতিবাদ কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূলের।

এদিকে রাজঘাটে ২ ঘণ্টা শান্তিপূর্ণ অবস্থান করার সময় নেওয়া হয়েছিল জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা রাজঘাটে ১টায় আসি। তাঁকে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ১.১০ মিনিট থেকে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করি। কিন্তু, ১০ মিনিট অন্তর পুলিশ, সিআরপিএফ, সিআইএসএফ জওয়ানরা এসে মহিলাদের অবস্থান থেকে তোলার চেষ্টা করেন। এতেই তাঁদের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি হয়।' এরই রেশ ধরে কেন্দ্রের প্রতি সুর চড়িয়ে অভিষেক এও জানান, 'গান্ধিজি কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়, সরকারের কেনা সম্পত্তি নয়। গান্ধিজি গোটা দেশের গর্ব। তাঁকে স্মরণ করার সকলের সমান অধিকার আছে। সকলের এই রাজঘাটে এসে বসা, গান্ধিজিকে স্মরণ করা, তাঁর পথকে পাথেয় করে অনুপ্রাণিত হওয়ার অধিকার আছে। আমরাও এসেছি তাঁকে পাথেয় করে আন্দোলন তীব্রতর করার। আমরা কেউ স্লোগান দিইনি। টাকা ছাড়তে হবে পোস্টার নিয়ে কর্মসূচি করেছি। শান্তিপূর্ণ অবস্থান করেছি। তারপরেও অনেক চেষ্টা করেছে আমাদের আটকানোর, আমরা ২ ঘণ্টা অবস্থান করব বলেছিলাম, তাই করেছি।'

ফোন খোয়ালেন শান্তনু-শতাব্দী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির রাজঘাটে অবস্থানরত দুই তৃণমূল সাংসদেরও দামী মোবাইল খোয়া যায় এদিন। রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন এবং লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায়ে ফোন খোয়া গিয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, শান্তনু সেনের স্যামসং গ্যালাক্সি সিরিজের মোবাইল এবং শতাব্দী রায়ের আইফোন সিরিজের ফোন ছিল। দুটি ফোনই হারিয়ে গিয়েছে। জুতো খোয়া গিয়েছে সুজিত বসুর।

ভুয়ো জবকার্ডের হিসাব জানতে সিবিআই তদন্ত চান গিরিরাজ

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর: একশো দিনের কাজের টাকা দাবিতে তৃণমূল সুর চড়াতেই পাল্টা তৃণমূলকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। একশো দিনের কাজের টাকার ক্ষেত্রে বাংলায় প্রচুর ভুয়ো জব কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ গিরিরাজের। আর এই একশো দিনের কাজের টাকার ইস্যুতে সোমবার সিবিআই তদন্তের পক্ষে সওয়ালও করতে দেখা করতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে। একইসঙ্গে গিরিরাজের দাবি, 'ইউপিএ আমলে তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি টাকা পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ইউপিএ আমলে ১০০ দিনের কাজের জন্য ১৪ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। আর মোদি সরকারের আমলে বাংলাকে এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে ৫৪ হাজার ১৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ৪৫ লাখ বাড়ি হয়েছে। তারপর ফের ১১ লাখ বাড়ির ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছে।'

করোনা ভ্যাকসিন তৈরি করে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল জয় দুই বিজ্ঞানীর

স্টকহোম, ২ অক্টোবর: মারণ ভাইরাস কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। কোভিডের থাবা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বানিয়েছিলেন কোভিডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ভ্যাকসিন। সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পেলেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী। সোমবার ঘোষণা করা হয়, ২০২৩ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পেয়েছেন কাটলিন কারিকো ও ড্রিউ উইজম্যান। কোভিডের বিরুদ্ধে মানবদেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য ভ্যাকসিন তৈরি করেছিলেন এই দুই মার্কিন বিজ্ঞানী।

সোমবার নোবেল কমিটির তরফে জানানো হয়, ২০২৩ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রের পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে দুই মার্কিন বিজ্ঞানীর হাতে। নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, দুই বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে মানবদেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন তথ্য জানা গিয়েছে। এমআরএনএ কীভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে বিক্রিয়া করে, সেই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন দুই বিজ্ঞানী। তার ফলাফল হিসাবেই দ্রুত ও ব্যাপকভাবে করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ভ্যাকসিন তৈরি করা গিয়েছে।

নোবেল পুরস্কার জয়ী কাটলিন কারিকোর জন্ম হাঙ্গেরিতে। সেখানে পড়াশোনা শেষ করে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শুরু করেন। চিকিৎসায় নোবেল জিতেছেন ড্রিউ উইজম্যানও। ২০২০ সালের বিশ্বজুড়ে করোনা অতিমারির সময়ে তাঁদের যৌথ গবেষণার হাত ধরেই মেলে করোনার ভ্যাকসিন। মডার্না ও ফাইজার ভ্যাকসিন তৈরি হয় তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতেই।

প্রসঙ্গত, গতবার চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পেয়েছিলেন সুইডেনের সান্তে প্যাবো। মানুষের বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করে এই পুরস্কার পান তিনি। ১৯৮২ সালে চিকিৎসাক্ষেত্রে নোবেল পেয়েছিলেন তাঁর বাবা সুনে বার্গস্ট্রম। যদিও সেই সময়ে প্রশ্ন ওঠে, করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন নোবেল পুরস্কার তাঁদেরই প্রাপ্য। কিন্তু নোবেল কমিটির তরফে বলা হয়, একটি বিশেষ বিষয়ে গবেষণার স্বীকৃতি পেতে বহুদিন সময় লাগে। সেই কথা মাথায় রেখেই ২০২৩ সালের নোবেল তুলে দেওয়া হল করোনা ভ্যাকসিন উদ্ভাবকের হাতে।

রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন

মমতার নির্দেশে জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মুখে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডে লাগাতার বৃষ্টির জেরে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং হুগলিতে প্লাবনের আশঙ্কায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে প্রশাসনিক কর্তাদের কপালে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সোমবার ওই সাত জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। বন্যা পরিস্থিতি রুখতে সাত জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। নির্দেশ, শীঘ্রই অপেক্ষাকৃত নিচু এবং বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে লাগাতার মাইক প্রচার চালাতে হবে। সেই এলাকার মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরানোরও নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

রাজ্যে এখনই কমছে না বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, বুধবার রাজ্যের প্রায় সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। তবে প্রশাসন চিন্তিত ঝাড়খণ্ডের পরিস্থিতি নিয়ে। রবিবার সেখানে ৫০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। আরও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় আশঙ্কা বেড়েছে। কারণ, ঝাড়খণ্ডে বেশি বৃষ্টি হলেই সেই জল নেমে আসবে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে। নবান্নের আশঙ্কা, তখন আর বন্যা এড়ানো যাবে না।

সোমবার মুখ্যসচিবের ভার্চুয়াল বৈঠকে সেচ দপ্তরের প্রধান সচিবও ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত জেলা প্রশাসনের কর্তাদের নানা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিচু এবং বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসব এলাকায় মাইকিং এবং বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। জেলাগুলিকে পাঁচ ঘণ্টা অন্তর বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরে রিপোর্ট পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। সোমবার থেকেই জেলায় জেলায় ও মহকুমা স্তরের কন্ট্রোল রুম চালুর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য সচিব। বিপর্যয় মোকাবিলা টিম ও সিভিল ডিফেন্সের টিম প্রস্তুত রাখার নির্দেশ। এলাকাগুলো প্রয়োজন হলে যে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা, সেই অঞ্চলগুলিতে সিভিল ডিফেন্সের দল পাঠানোর নির্দেশ। ডিভিসি কত পরিমাণ জল ছাড়ছে তা প্রতিনিয়ত জেলাশাসকদের জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মাইথন থেকে ৬০০০০ কিউসেক এবং পাঞ্চেত থেকে ৭৩০০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এই জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

অন্যদিকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে সেচ দপ্তরকে ডিভিসি ও ঝাড়খণ্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে।

জাতসমীক্ষার ফলাফল ঘোষণা বিহার রাজ্যে

৬৩ শতাংশ ওবিসি, ২১ শতাংশের বেশি তপসিলি

পাটনা, ২ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলাকালীনই বিহারে জাতসমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করে দিল নীতীশ কুমার সরকার। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিহারে বর্তমান অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠী (ওবিসি)-র সংখ্যা ৬৩ শতাংশ। কেন্দ্র এবং বিহার-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ওবিসিদের জন্য এখন ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু ওবিসিদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ পেরিয়ে যাওয়ায় এ বার আরও বেশি সংরক্ষণের দাবি উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। লোকসভা ভোটে বিষয়টি বিহারের জেডিইউ- আরজেডি- কংগ্রেস- বামেদের মহাগঠন্ধনের প্রচারের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠতে পারে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা। সোমবার প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে ৬৩ শতাংশ ওবিসির মধ্যে ৩৬ শতাংশ অতি অনগ্রসর (ইবিসি) এবং ২৭ শতাংশের সামান্য বেশি সাধারণ অনগ্রসর গোষ্ঠীর। এ ছাড়া বিহারে প্রায়ে সাড়ে ১৯ শতাংশ তপসিলি জাতি এবং ১.৬৮ শতাংশ তপসিলি জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন বলে ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে। অসংরক্ষিত (জেনারেল) শ্রেণির বাসিন্দা সাড়ে ১৫ শতাংশের সামান্য বেশি। গত নভেম্বরে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য সরকারি চাকরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট সিলমোহর দেওয়ার পরেই দেশজুড়ে জাতভিত্তিক জনগণনার দাবি তুলেছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ। বিহারে জেডি(ইউ)- আরজেডি- কংগ্রেস- বামেদের 'মহাগঠবন্ধন' সরকার দ্রুত শুরু করে জাতগণনা। গত ৬ জুন নীতীশ সরকার জাতগণনার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। এর পর বিহার সরকারের সেই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল পাটনা হাইকোর্টে। আবেদনকারী পক্ষের দাবি ছিল, নীতীশ সরকারের এই পদক্ষেপ 'বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক'। এই পদক্ষেপ সংবিধানের মৌলিক অধিকার এবং ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (সমতা এবং সাম্যের অধিকার) পরিপন্থী বলে অভিযোগ ছিল আবেদনকারীদের। তাঁদের দাবি ছিল, জাতগণনার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং চাকরিতে ওবিসির জন্য আসন বাড়লে অসংরক্ষিত (জেনারেল) আসন আরও কমার সম্ভাবনা। সে ক্ষেত্রে মেধার উপর আঘাত আসবে বলে অভিযোগ জাতগণনার বিরোধী জনস্বার্থ মামলার আবেদনকারীদের।

রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার আইসিস জঙ্গি শাহনাওয়াজ

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর: জঙ্গি দমনে বিশাল সাফল্য দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেলের। খোদ রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করা হল সন্দেহভাজন আইসিস জঙ্গি শাহনাওয়াজ ওরফে শফি উজামাকে। সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ওয়ান্টেড লিস্টে নাম ছিল ওই জঙ্গির। এরপর সোমবার সকালে দিল্লি থেকে শাহনাওয়াজ ওরফে শফি উজামাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, এই জঙ্গির খোঁজে দীর্ঘদিন ধরেই এনআইএ কাজ করছিল দিল্লি পুলিশের সঙ্গে। এ দিন দিল্লি গোপন ডেরা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে। এদিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর, শাহনাওয়াজ নামক ওই জঙ্গি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। পরে বিশ্বের অন্যতম বড় ও ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইসিসের সঙ্গে যুক্ত হয়। আইসিসের পুনে মডিউলের সঙ্গে যুক্ত ছিল শাহনাওয়াজ। এর আগে তাঁকে পুনে থেকে গ্রেপ্তারও করা হলেও পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় ওই জঙ্গি। এরপরই দিল্লিতে আশ্রয় নেয় শাহনাওয়াজ। এতদিন দিল্লিতেই গোপন ডেরায় লুকিয়ে ছিল। পুনেতে গ্রেপ্তারির পরই এনআইএ-র তরফে শাহনাওয়াজকে 'ওয়ান্টেড' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এরপর গত মাসেই এনআইএ-র তরফে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় যে, শাহনাওয়াজ ও আরও তিন জঙ্গি রিজওয়ান আব্দুল হাজি আলি, আব্দুল্লা ফইয়াজ শেখ ও তালহা লিয়াকত খানের সম্পর্কে কোনও তথ্য জানাতে পারলে ৩ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, এই চার জঙ্গিই আইসিস মডিউলের সঙ্গে যুক্ত। এদিকে এনআইএ-এর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, গত মাসেই আইসিস কার্যকলাপ প্রচারের অভিযোগে এনআইএ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি থেকে দেশবিরোধী কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের নানা তথ্য প্রমাণ মেলে। এনআইএ-র তরফে জানানো হয়েছিল, ধৃতরা সকলেই আইসিসের স্লিপার মডিউলের সঙ্গে যুক্ত। সরকার বিরোধী প্রচার ও সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল তাদের।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গের বহু জেলা

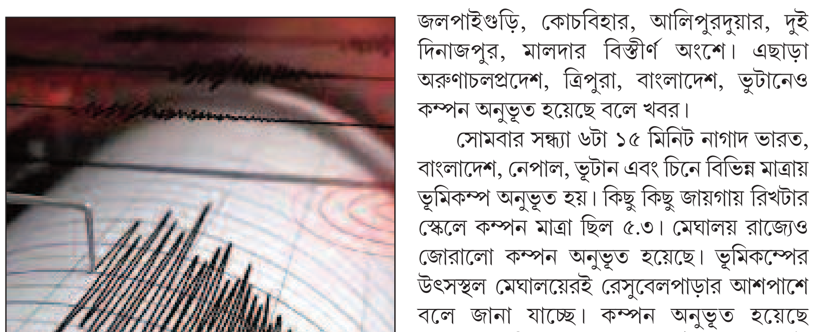

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বিভিন্ন জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হল সোমবার সন্ধ্যায়। কেঁপে উঠল মালদা, কোচবিহারের মতো জেলার মাটি। আতঙ্ক ছড়াল সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্ধ্যা ৬টা ১৬ মিনিটে নাগাদ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে কোচবিহার জেলার মাটি। প্রথমে হালকা একটা ঝাঁকুনি তার পর মৃদু কম্পন অনুভূত হয় জেলা জুড়েই। কোচবিহারের দিনহাটা, মাথাভাঙা, তুফানগঞ্জ, শীতলখুচি; সব জায়গাতেই কম্পন অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা। মালদার মানুষজনও জানাচ্ছেন, কয়েক সেকেন্ড কম্পন অনুভব করেছেন তাঁরা। কম্পন অনুভূত হয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দুই দিনাজপুর, মালদার বিস্তীর্ণ অংশে। এছাড়া অরুণাচলপ্রদেশ, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ, ভুটানেও কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে খবর।

সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট নাগাদ ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান এবং চিনে বিভিন্ন মাত্রায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কিছু কিছু জায়গায় রিখটার স্কেলে কম্পন মাত্রা ছিল ৫.৩। মেঘালয় রাজ্যেও জোরালো কম্পন অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল মেঘালয়েরই রেসুবেলপাড়ার আশপাশে বলে জানা যাচ্ছে। কম্পন অনুভূত হয়েছে অসমেও। যদিও কোনও জায়গাতেই এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।

অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার রুখতে কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার রুখতে কঠোর পদক্ষেপ নিল রাজ্য। অকারণে ডাক্তারেরা অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন। ডব্লুবিসি কাউন্ট, কালচার সিনসেটিবিটি না দেখেই বহু ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছেন রোগীকে। এমনকী, রোগীরা নিজেও ওষুধের দোকান থেকে কিছু সমস্যা হলেই অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খান। ফলে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না। অর্থাৎ শরীর অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে। আগে 'আপার রেসপিরেটরি ট্রাক্ট' সংক্রমণ কমাতে পেনিসিলিন গ্রুপের ড্রাগ ব্যবহার করা হত। এখন অনেক ক্ষেত্রেই সেফালোস্ফোরিন ছাড়া কাজ হচ্ছে না। তাই অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছাচার রুখতে এবার পদক্ষেপ গ্রহণ করার পথে হাঁটল স্বাস্থ্য দপ্তর।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা খরচে অনিয়ম রুখতে বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজ এবং আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে দিল্লিতে তৃণমূল প্রকল্পগুলির টাকা যাতে অর্থদপ্তরের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পড়ে না থাকে তা নিশ্চিত করতে অর্থ দপ্তর

সেন্ট্রাল ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্ট অফিসার বা ডিডিও নিয়োগ করা হবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ওই আধিকারিকরা কোন প্রকল্পের কেন্দ্রীয় সহায়তা আসা মাত্রই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নির্দিষ্ট প্রকল্পের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবেন। অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে প্রতিটি দপ্তরে একজন করে ডিডিও থাকেন। এবার অর্থদপ্তরের একজন অভিজ্ঞ আধিকারিককে কেন্দ্রীয়ভাবে ডিডিও হিসাবে নিয়োগ করা হবে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে অর্থদপ্তরকে তা নির্দিষ্ট প্রকল্পের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিতে হয়। অন্যান্য এই সময়সীমা ২১ দিন। কিন্তু পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা ১০ দিনের মধ্যে পাঠানোর রেকর্ড থাকলেও অন্যান্য খাতের টাকা ২১ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রকল্পের অ্যাকাউন্টে পাঠানো প্রায়শই সম্ভব হয় না বলে সূত্রের খবর। নয়া পদ্ধতি চালু হলে এই সমস্যা থেকে নিস্তার মিলবে। এর ফলে প্রকল্প রূপায়ণের গতিও অনেকটা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, J. V. KRISHNA MURTHY alias JAYABALAN VIJAY KRISHNA MURTHY S/O V. J. VIJAY MURTHY resident of South Laskarpur, P.O.- Sonarpur, Kolkata-700153 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur dated 11.12.2019 that my actual and correct name is JAYABALAN VIJAY KRISHNA MURTHY but in my birth certificate, my name was recorded as J. V. KRISHNA MURTHY and it is recorded in my all official records. I shall be known as JAYABALAN VIJAY KRISHNA MURTHY in place of J. V. KRISHNA MURTHY. JAYABALAN VIJAY KRISHNA MURTHY & J. V. KRISHNA MURTHY is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

বিমান বাগদী, পিতা- ক্ষাপা বাগদী, সাং- কাশীপুর, পোঃ- ঝাউডাঙ্গা, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, তাহার স্ত্রী কাকুলী বাগদী, প্রযত্নে পিতা- বংশী সর্দার, হাল সাং- গরুইমারি, পোঃ- মহাতপুর, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৬৪ -এর বিরুদ্ধে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ নং ধারা মতে ম্যাট সুট নং ২৪২/২০২০ বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা আনায়ন করিয়াছেন। আদালতের আদেশ অনুযায়ী জানানো যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি পেপারে জারি হইবার ৩০ দিন এর মধ্যে হাজির হইয়া জবাব দাখিল না করিলে একতরফা শুনানি হইবে।

By Order
Alik Kumar
Bench Clerk II, A.D. J Court, Kalna

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা অক্টোবর । ১৫ ই আশ্বিন , মঙ্গলবার । চতুর্থী তিথি । জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রি পাদদোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল- ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন ।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধরে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ- বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে।

সিংহ রাশি : সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি।

তুলা রাশি : কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে ।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল ।যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ । আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ ।যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন,তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে ।কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিন্যপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে বৈষম্য নিয়ে রাজ্যের অভিযোগ নস্যাৎ করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর: গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে বৈষম্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তোলা অভিযোগ বাতিল করে দিল কেন্দ্র। বিহারে এক সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, ইউপিএ সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকারের আমলে গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ অনেক বেশি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রী গিরিরাজ সিং জানান, ইউপিএ সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছিল ৫৮ হাজার কোটি টাকা, সেখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে গত ৯ বছরে পশ্চিমবঙ্গ ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি পেয়েছে। তিনি বলেন, এর থেকেই স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী কতখানি অঙ্গীকারবদ্ধ। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জানান, এমএনআরইজিএ-এর মতো প্রকল্পে গত ৯ বছরে পশ্চিমবঙ্গকে ৫৪ হাজার কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে, সেখানে ইউপিএ আমলে মাত্র ১৪, ৯০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

তিনি জানান, 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'য় ইউপিএ সরকারের আমলে যেখানে ৫, ৪০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল, সেখানে মোদি সরকারের আমলে ১১,০০০ কোটি টাকার বেশি, অর্থাৎ দ্বিগুণ টাকা খরচ করা হয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'য় ইউপিএ সরকারের আমলে খরচ করা হয়েছিল ৪,৪০০ কোটি টাকা, সেখানে মোদি সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজ আরও বলেন, এনএসএপি-র অধীনে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে ৬০ হাজার কোটি টাকা, সেখানে ইউপিএ-র আমলে এর অর্ধেক পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়েছিল। অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে ইউপিএ-র আমলে এই অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩,২০০ কোটি টাকা।

পরিসংখ্যান দিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আরও জানান, ২০০৬-১৪ সময়কালে এমএনআরইজিএ-এর অধীনে ১১১ কোটি মনুষ্য দিবস সৃষ্টি হয়েছিল, ২০১৪ সালের পর তা বেড়ে ২৪০ কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে। ইউপিএ-র আমলে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'য় মাত্র ১৫ লক্ষ বাড়ি তৈরি হয়েছিল, সেখানে মোদি সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের গরিব মানুষের জন্য ৪৫ লক্ষ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় জীবনজীবিকা মিশন-এ ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক হয়েছে ৭৪ হাজার কোটি টাকার বেশি। আর ইউপিএ আমলে এই অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬০০কোটি টাকা। একইভাবে, 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'য় ইউপিএ-র আমলে মাত্র ১৩ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে মোদি সরকারের আমলে তৈরি হয়েছে ২১ হাজার কিলোমিটার রাস্তা। ২০১৪ পর্যন্ত স্বনিযুক্তি প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন ৪৮ হাজার দিদি, সেখানে বর্তমান সরকারের আমলে যুক্ত হয়েছেন ১১ লক্ষের বেশি দিদি। মহিলাদের ক্ষমতায়নের এটি সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

আরও বলেন, 'মোদি সরকার উন্নয়নের কাজে প্রথম থেকেই অঙ্গীকারবদ্ধ। কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে এই সরকার কাজ করে না। মোদি সরকারের লক্ষ্য হল 'অন্ত্যোদয়' এবং 'বিকাশ'।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ২৫ লক্ষ ভুয়ো এমএনআরইজিএ জব কার্ড বিলি করা হয়েছে, যার ফলে কোটি কোটি সরকারি টাকা বেহাত হয়ে যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এমএনআরইজিএ এবং গরিবদের আবাসন প্রকল্পে জালিয়াতির ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকার তুলে ধরে চলেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নজরদারি দল পাঠালেও তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তিনি আরও বলেন, মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রাজ্যকে বেশ কয়েকবার বিস্তারিত ব্যবস্থা গ্রহণ রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছিল, কিন্তু রাজ্য সরকার কিছুই করেনি। বরং, দোষীদের আড়াল করে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ রিপোর্ট পেশ করেছিল। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হলে, দুর্নীতির ইস্যুতে কোনো জবাব মেলেনি। গিরিরাজ অভিযোগ করেন, তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করেনি।

কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'য় প্রকৃত সুবিধাভোগীদের বঞ্চিত করে, সরকারি নিয়ম ভেঙে দলীয় কর্মীদের নাম নথিভুক্তির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনায় ১১.৩ লক্ষ বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছিল এবং শর্ত হিসেবে বলা হয়েছিল, সরকারি নির্দেশিকা মেনে শুধুমাত্র উপযুক্ত পরিবারকেই এই প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রেও সাংসদ, বিধায়ক এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

গিরিরাজ সিং বলেন, মোদি সরকার এখন সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গে বছরের পর বছর ধরে চলছিল এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে। তাই, সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। সেইসঙ্গে, সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে মিথ্যা প্রচারের অভিযোগও এনেছেন গিরিরাজ। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি কেন্দ্রকে সঠিকভাবে কল্যাণমূলক প্রকল্পে সহায়তা করত, তাহলে আজ উন্নয়নের নতুন কাহিনী তৈরি হত।

মহাত্মা গান্ধির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গান্ধিজির আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিচ্ছেন হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার।

গান্ধি জয়ন্তীতে পুষ্পস্তবক দিয়ে মহাত্মাকে স্মরণ করলেন, শ্রদ্ধা জানালেন শিয়ালদহের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার দীপক নিগম।

পার্কে হচ্ছে জলের ট্যাংক, বাড়িতে ফাটল ধরায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কংক্রিটের জঙ্গলের মধ্যে খোলা আকাশ বলতে ছিল এক টুকরো পার্ক। যেখানে বাচ্চারা খেলত, বয়স্করা হাঁটতেন।

সেই পার্কেই অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি হচ্ছে জলের ট্যাংক। হাওড়া পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের জটাধারী পার্কে নির্মীয়মাণ ট্যাংক নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের আপত্তি থাকলেও স্থানীয় কাউন্সিলর থেকে, বিধায়ক সকলের উপস্থিতিতে কাজ শুরু হওয়ায় কেউ মুখ খোলেননি। তবে সেই জল ট্যাংক তৈরির জেরে আশপাশের বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠতেই শুরু হল বিক্ষোভ। উত্তর হাওড়ার বাবু ডাঙায় জটাধারী পার্কটি বহু পুরনো।

সোমবার ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের অনেকেই পার্কের সামনে জমায়েত হয়ে ট্যাংক তৈরির বিরুদ্ধে সরব হন। শুরু হয় বিক্ষোভ। তাঁদের অভিযোগ ট্যাংকের কাজ চলাকালীন আশেপাশের বাড়িগুলোতে ফাটল দেখা দিয়েছে। বাড়িঘর কাঁপছে। প্রথমে মুখ খুলতে সাহস না হলেও, এবার তাঁরা বাধ্য হয়েছেন মাথার ছাদ বাঁচাতে।

এলাকাবাসীর দাবি, এই পার্কে প্রায় ৩০ ফুট জায়গা দখল করে নিয়ে ট্যাংক তৈরি হলে ভবিষ্যতে এই পার্কটিতে প্রাতর্ভ্রমণের বা বাচ্চাদের খেলাধূলার যথেষ্ট জায়গা থাকবে না।

এদিন বিক্ষোভের খবর পেয়ে উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার অনুরোধ করেন। পাশপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এখন কাজ বন্ধ রাখার আবেদন জানান। জানান, এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেই পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন।

বিধায়কের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। তবে বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, আগামী দিনে স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কাজ চালু হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

প্রথম দফাতে ১ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ল ডিভিসি, বন্যার আশঙ্কা বঙ্গের একাংশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ডিভিসি যে ভাবে জল ছাড়তে শুরু করেছে তাতে বন্যার আশঙ্কায় দিন গুনছে বাংলার একাংশ। সূত্রে খবর, প্রথম দফাতেই ১ লক্ষ কিউসেক জল

ছেড়েছে ডিভিসি। নিম্নচাপের জেরে ঝাড়খণ্ডে প্রবল বর্ষণ। পরিস্থিতি সামলাতে পাঞ্চেত, মাইথন ড্যাম থেকে জল ছাড়া শুরু হয়েছে। সোমবার রাত ৯টায় জল পৌঁছবে দুর্গাপুর জলাধারে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, নিম্নচাপ এখনও ঝাড়খণ্ডেই রয়েছে। তার গতি খুবই ধীর। সহজে দুর্বলও হবে না নিম্নচাপ। ফলে আরও অন্তত ৩-৪ দিন প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে তবে কি পুজোর আগে বন্যার কবলে পড়বে বাংলার একাংশ। এদিকে, টানা বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত ঝাড়গ্রাম। ক্রমাগত বাড়ছে ডুলুং নদীর জল। এদিকে ঝাড়গ্রাম জেলা সদরের সাথে জামবনি ব্লকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রাস্তায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে লরি। জামবনি ব্লকের চিল্কিগড়ে ডুলুং নদীর উপর থাকা কজওয়ের উপর দিয়ে বইছে জলের স্রোত। আর এই রাস্তার উপর দিয়েই পণ্যবাহী লরি যাতায়াত করে ভিনে রাজ্যে। ওড়িশা-ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা থমকে যাওয়ায় সমস্যায় সাধারণ মানুষ।

এদিকে আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, বর্ষার শেষে যদি ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়, তাহলে সেটা খারাপ ইঙ্গিত। কারণ নদীগুলিতে এ সময় জল বেশিই থাকে, তারওপর ভারী বৃষ্টিতে জল। আর এদিকে নিম্নচাপ এখনই দুর্বল হচ্ছে না। সরছেও না। সোমবারও নিম্নচাপ ঝাড়খণ্ডের ওপরেই রয়েছে। সেখানে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। পাঞ্চেতে তেনুঘাট ড্যাম ও মাইথনে তিন্নাইয়া ড্যাম থেকে জল আসে। দুটো জলাধারের জল যখন এখানে পড়ছে, স্বাভাবিকভাবেই জলস্তর বাড়ছে। নির্দিষ্ট বহন ক্ষমতা পেরিয়ে গেলেই জল ছাড়া হয়। এতটাই এখন জল জমে রয়েছে, যে প্রথম দফাতেই এক লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। সব জল সোমপবার রাতেই দুর্গাপুর ব্যারেজে ঢুকবে। ফলে সেখান থেকেও জল ছাড়া বাড়াতে হবে।

সার্বিকভাবে এই দুই ড্যামের জল দামোদর হয়ে নীচে নেমে হাওড়া, উদয়নারায়ণপুর হয়ে চলে আসবে। আবার বাংলায় নদী তীরবর্তী বাঁধগুলোর এমনিই শোচনীয় অবস্থা। ফলে পুজোর আগে বন্যার শঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

জোয়ারের দাপটে মৌশুনী দ্বীপের নদী বাঁধে বড়সড় ধ্বস, স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় সাময়িক রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: আবার মৌশুনী দ্বীপের নদী বাঁধে দেখা গেল বড়সড় ধ্বস। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকে। চিনাই নদীর প্রবল জোয়ারের দাপটে মৌশুনী দ্বীপের বাগডাঙার জামালের ঘাটে প্রায় ২০০ মিটার নদী বাঁধের ধ্বস নেমেছে। এমত অবস্থায় স্থানীয় মানুষজন তাঁদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাদা মাটির বস্তা এবং বাঁশ দিয়ে নদী বাঁধ মেরামত করেছে। একদিকে প্রবল বর্ষার দাপট অন্যদিকে বাড়ছে ভরাকটালের নদীর জোয়ারের জল। ওই এলাকায় বেশ কিছু জায়গায় নদীবাঁধের অবস্থাও তেমন একটা ভালো নয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ণিমার পর থেকেই নদীর জল এমনিতে রাতে অনেকটা বাড়ছে। সোমবার ভোর ৫ টা নাগাদ নদী বাঁধে ধ্বস নামে। কিন্তু ওই সময় ভাটার কারণে এলাকাতে তেমন একটা জল ঢোকেনি।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই বলেন, 'আমি এই ঘটনা শোনা মাত্রই ওখান থেকে ইলেকট্রিকের পোস্ট সরিয়ে নেওয়া হয়। এবং ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়।

যশের বিপর্যয় সুন্দরবনের মানুষজন এখনো ভুলতে পারেননি। এই অবস্থাতে সুন্দরবনের নদীবাঁধের অবস্থা বেশ কিছু জায়গায় মেরামত করা গেলেও অধিকাংশ জায়গায় ভালো ভাবে কাজ হয়নি। তাই সেই সমস্ত জায়গায় সাধারণ মানুষ এখনো ভয়ে রয়েছে।

অন্যদিকে মৌশুনীর বিশিষ্ট সমাজসেবী সহদেব মাইতি বলেন, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট প্রায় ১৫ বছর আগে পরপর দু'বছর এখানে বাঁশের খাঁচা ফেলেছিল। যার ফলে স্কুল, বাজার এবং পঞ্চায়েত যে এলাকাতে রয়েছে অনেকটা রক্ষা হয়েছিল। আমার মতে এইভাবে যদি দুই থেকে তিন বছর অন্তর বিভিন্ন জায়গায় বাঁশের খাঁচা ফেলা যায় তাহলে নদী বাঁধে হুট করে তেমন ধ্বস নামবে না। আমাদের যদি গ্রাম পঞ্চায়েতে এনআরজিএস এর কাজ চলত তাহলে আমরাও এনআরজিএস এর মাধ্যমে খাঁচা তৈরি করে ফেলতাম। কিন্তু এখন এনআরজিএস এর কাজ বন্ধ। এরকম অবস্থাতে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট খবর পাওয়ার পর প্রায় দশটা নাগাদ এসে উনারা বিষয়টা খতিয়ে দেখেছেন।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৩ অক্টোবর ১৪ আশ্বিন, ১৪৩০, মঙ্গলবার

ব্যারাকপুরে গান্ধিঘাটে প্রার্থনা সভায় অংশ নিলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে প্রথা মেনে ব্যারাকপুর গান্ধিঘাটে মহাত্মা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখ ানে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী রথীন ঘোষ, রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদি-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা হাজির ছিলেন।

সোমবার সকালে রাজ্যপাল ব্যারাকপুর গান্ধিঘাটে প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়ে দেশাত্মবোধক গান শোনেন। তারপর তিনি গান্ধী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এদিন তিনি নিজ হাতে চরকায় সুতোও কাটেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের দিল্লি অভিযান নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল বলেন, ‘সবকা সুমতি দে ভগবান’। তবে রাজ্যপালের এহেন বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

১০০ দিনের কাজে সিবিআই তদন্ত দাবি শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একশো দিনের কাজ অর্থাৎ মনরেগা প্রকল্পেও এবার সিবিআই তদন্তের দাবি তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রীতিমতো তথ্য তুলে ধরে এও জানান, যেদিন থেকে জব কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ চালু হয়েছে, তবে থেকে বাংলায় প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ ভুয়ো কার্ড বাতিল হয়েছে। শেষ দশ বছরে যদি প্রতি জন পিছু দশ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়, তাহলে সেই সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা কোথায় গেল এই প্রশ্নও তোলেন

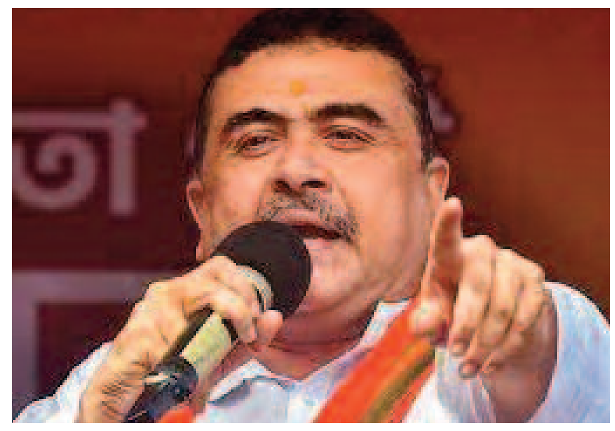

শুভেন্দু। সঙ্গে এও জানান, ভুয়ো জব কার্ড হোল্ডার মানেই হচ্ছে তৃণমূল নেতারা।

সোমবার বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দল এদিন যে বিক্ষোভ অবস্থান করে সেখানে বক্তব্য রাখ তে গিয়ে শুভেন্দু জানান, ‘ আপনারা জানেন, জব কার্ড ইস্যু করেন পঞ্চায়েত প্রধান এবং পরবর্তী কালে জেলা শাসকরা। আমরা এই জব কার্ড নিয়ে যে ডাকাতি হয়েছে, সেই কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, এই মনরেগা নিয়ে অবিলম্বে সিবিআই তদন্ত করতে হবে।’

সোমবার দেশের রাজধানী দিল্লিতে রাজঘাটে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস। ২ অক্টোবর গান্ধী জন্ম জয়ন্তী হিসেবে গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি তুলে ধরা হয়। এই কর্মসূচির প্রতিবাদে এদিন রাজ্য বিধানসভায় পালটা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে পরিষদীয় বিজেপি নেতৃত্বরা।

এদিকে দিল্লিতে ধরনা প্রসঙ্গেও শুভেন্দু এদিন কটাক্ষ করে বলেন, ‘দিল্লিতে সিআরপিএফ বাঁশি বাজাতে তো ওঁরা ওখান থেকে পালিয়ে’ গিয়েছে।’

তৃণমূলের দিল্লি যাত্রাকে প্রশ্নের মুখে ফেলল পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১০০ দিনের বকেয়া আদায় করতে তৃণমূলের তরফ থেকে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে দিল্লিতে পৌঁছেছে জোড়াফুল শিবিরের নেতারা। লক্ষ্য রাজধানীতে ঝড় তোলার। তবে তৃণমূলের এই দিল্লি যাত্রাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল সমাজকর্মীদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি।

১০০ দিনের কাজ নিয়ে তাদের তরফ থেকে যে বিবৃতি জারি করা হয়েছে তাতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি কি অস্বীকার করা যায় কি না তা নিয়ে। কারণ, বিবৃতিতে অভিযোগ তোলা হয়েছে , স্থানীয় স্তরে দলের মদতে হয়েছে দুর্নীতি। এই দুর্নীতির কথা জেলা প্রশাসনের নজরে আসার পরেও জেলাশাসক-বিডিও-রা সক্রিয় হননি বলেও অভিযোগ জানানো হয়েছে এই বিবৃতিতে। ১০০ দিনের কাজে গ্রামবাসীরা যে কাজ করছেন বাস্তবে তার কোনও প্রমাণ নেই বলেও দাবি করা হয় এই বিবৃতিতে।

১০০ দিনের কাজ নিয়ে তাদের তরফ থেকে যে বিবৃতি জারি করা হয়েছে তাতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি কি অস্বীকার করা যায় কি না তা নিয়ে। কারণ, বিবৃতিতে অভিযোগ তোলা হয়েছে , স্থানীয় স্তরে দলের মদতে হয়েছে দুর্নীতি। এই দুর্নীতির কথা জেলা প্রশাসনের নজরে আসার পরেও জেলাশাসক-বিডিও-রা সক্রিয় হননি বলেও অভিযোগ জানানো হয়েছে এই বিবৃতিতে। ১০০ দিনের কাজে গ্রামবাসীরা যে কাজ করছেন বাস্তবে তার কোনও প্রমাণ নেই বলেও দাবি করা হয় এই বিবৃতিতে।

পাশাপাশি ক্ষেতমজুর সমিতির তরফ থেকে তোলা হয়েছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন। যেমন স্বচ্ছতা বজায়ে পে-স্লিপ কেন নেই বা কেন্দ্র টাকা আটকানোর পর জেলা স্তরে এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি কাউন্সিলে ওমবাডসম্যান নিয়োগ হয়েছে কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন রাখা হয়েছে এই বিবৃতিতে। পাশাপাশি অভিযোগ করা হয়েছে, জব কার্ডের দখল নিয়ে রেখেছে, পঞ্চায়েত আধিকারিক অথবা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

মনরেগার বিকল্প হিসাবে ২১ জুলাই ‘খেলা হবে’ দিবস ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একজনও সেই প্রকল্পে কাজ পেয়েছেন কি না এই প্রশ্নও তোলা হয়েছে খেতমজুর সমিতির এই বিবৃতিতে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতির নেত্রী অনুরাধা তলোয়ার জানান, একেবারে নীচু স্তরে তৃণমূলের নেতৃত্ব এই দুর্নীতিকে সমর্থন করছে। সেখান থেকে তাঁদের প্রফিটও আসছে। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ দুর্নীতি করছে, তার জন্য সবার টাকা বন্ধ করে দিল, এটা কোথাকার নিয়ম? দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষমতায়নে নজর দিতে হবে।

সেক্টর ফাইভে বাস দুর্ঘটনায় আহত ১০

নিজস্ব প্রতিদিন, কলকাতা: সোমবার সাত সকালে সেক্টর ফাইভের কলেজ মোড়ে দুর্ঘটনার কবলে কেবি-১৬ রুটের একটি বেসরকারি বাস। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা মেরে বাসটি উল্টে যায়। বাসের সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়িটিও। তবে এই দুর্ঘটনার জেরে গুরুতর জখম হন বাস চালক। এদিনের এই দুর্ঘটনার জেরে একটি লেন দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছুটির দিনে খুব সকালে এই দুর্ঘটনায় ঘটে। তখন গাড়ির চাপ অনেকটাই কম থাকায় তেমন যানজট তৈরি হয়নি। এদিকে এই দুর্ঘটনার খ বর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পুলিশ এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস এবং গাড়িটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। প্রাথমিক ভাবেই জানা গিয়েছে, সাত সকালে ফাকা রাস্তায় বেপরোয়া গতির জেরেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। আর এমন তত্ত্বে সিলমোহর দিয়েছেন দুর্ঘটনায় পড়া ওই বাসযাত্রীরাও।তাঁরা জানান, ‘খুব জোরে যাচ্ছিল বাসটি। তার পর দেখি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা মারার পর ডিভাইডারে ধাক্কা মারে বাসটি। তার পর উল্টে যায়।’

এদিকে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে ৩০ জন মতো যাত্রী ছিলেন। বাসটি উল্টে যাওয়ায় ১০ জন মতো যাত্রী আহত হন। এক মহিলা যাত্রীর কলার বোন ভেঙে যায়। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছ, এই দুর্ঘটনা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার স্বয়ং। ওয়ান ওয়ে থাকা সত্ত্বেও গাড়িটি কীভাবে সেখানে এল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নার্সিং ছাত্রীর মৃত্যুতে প্রেমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরএন টেগোর হাসপাতালের নার্সিং ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মৃতার প্রেমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল পূর্ব যাদবপুর থানায়। সূত্রের খবর, অভিযোগ দায়ের করেন মৃতার বাবা। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে প্রেমিকের বিরুদ্ধে। এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগে পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকার গ্রিন পার্কে মেস থেকে মল্লিকা দাস নামে নার্সিংয়ের চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ছাত্রীর বাড়ি বাঁকুড়ার তালডাংরায় বলে জানা যায়। দ্রুত ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। সম্পর্কের টানাপোড়েনে আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, সেই বিষয়টি প্রথম থেকেই জানার চেষ্টা করছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এরই মাঝে এবার মৃতার প্রেমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের।

সূত্রে খবর, মল্লিকার বাবা সমীর দাস পুলিশের কাছে মেয়ের প্রেমিক প্রিয়ব্রত দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর মেয়েকে আত্মহত্যা করার জন্য মানসিকভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ সমীরবাবুর। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তেও নেমেছে পুলিশ। এদিকে মল্লিকার সহ আবাসিকদের দাবি, তিনি অত্যন্ত হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন। ঘটনার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর একটি ফোন আসে তাঁর। দীর্ঘক্ষণ ধরে ফোনে কথা বলেন তিনি। তারপর মনমরা হয়ে যান তিনি। পরদিন সকালে ওই মেসবাড়ির ছাদে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সকলে।

এই ঘটনায় কয়েকদিন আগে এসএসকেএম-এর হস্টেলের শৌচাগার থেকে উদ্ধার হয় এক নার্সিং ছাত্রীর দেহ। দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রীর নাম সুতপা কর্মকার। তিনি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আর এন টেগোরের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার সময় অভিনব উদ্যোগ কামারহাটি আর্য নগর কিশোর সংঘ ক্লাবের মহিলা সদস্যদের। চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দিতে, স্বচ্ছ ভারত ও নির্মল বাংলা অভিযান সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা তৈরিতে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার সময় ঝাঁটা দেওয়া হচ্ছে রাস্তায়। ছবি: অদিতি সাহা

রিসর্ট বুকিংয়ের নামে নয়া প্রতারণা চক্র কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবদেন, কলকাতা: রিসর্ট বুকিংয়ের নামে আর্থিক প্রতারণা চক্রের হদিশ কলকাতয়। অভিযোগ রিসর্ট বুক করতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হলেন সোসান আলম নামে এক বধূ। খোয়া গিয়েছে তাঁর ২১ হাজার টাকা। সূত্রের খবর, পরিচিত থেকে এক ব্যক্তির নম্বর পেয়ে রিসর্ট বুক করার জন্য যফোন করেন সোসান। টাকা ট্রান্সফারের পর তিনি বোঝেন তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এরপরই বেনিয়াপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সোসান আলম জানান, রিসর্ট বুকিং করতে গিয়ে ফোন করে তিনি এই প্রতারণার ফাঁদে পড়েন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভিলা বুকিংয়ের জন্য তিনি তাঁরই এক পরিচিতের থেকে পাওয়া ফোন নম্বরে ফোন করেন। যিনি ফোন ধরেছিলেন, বুকিংয়ের অগ্রিম বাবদ সোসানের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা চান। সেই কথামতো ১০ হাজার টাকা তাঁকে পাঠানোও হয়। এরপর পরিবারের আরও এক সদস্য ওই ব্যক্তিকে ১১ হাজার টাকা পাঠান। এরপরও ভিলা বুকিংয়ের কোনও কনফার্মেশন মেল পাঠানো হয়নি। শুধু জানানো হয়, নির্ধারিত দিনে রিসর্টে যাবতীয় ব্যবস্থা করা থাকবে।

তবে সোসান জানান, তিনি ওই ব্যক্তির নম্বর একাধিকবার ফোন

করলেও বারবার ফোন সুইচড অফ রয়েছে এমনই বার্তা আসছিল। যার থেকে ফোন নম্বর পেয়েছিলেন তাঁকেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে দু’জনের ফোন বন্ধ ছিল। তখন বুঝতে পারেন যে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এর পিছনে বড় প্রতারণা চক্র কাজ করছে। এই দু’জনই তার সঙ্গে জড়িত। এরপরই গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।’

এই প্রসঙ্গে বেনিয়াপুকুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ওই গৃহবধূর অভিযোগ কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে তদন্তে নেমেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। বিভিন্ন তথ্য খতিয়ে দেখে ওই দুই ব্যক্তির খোঁজ করা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে।

অতীতে বিভিন্ন সময়ে শহরের একাধিক নাগরিক হোটেল বুকিংয়ের নামে প্রতারণার ফাঁদে পড়েন। ইন্টারনেট বা বন্ধুদের থেকে পাওয়া নম্বরে ফোন করে হোটেল বুক করতে গিয়ে মোটা টাকা খুইয়েছেন অনেকে। ফলে যে সাইট দেখে বুকিং করা হচ্ছে সে বাপারে আগে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

দেদার দান-খয়রাতির রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত: কৌস্তভ বাগচী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার ব্যারাকপুর গান্ধিঘাটে গান্ধিজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন কংগ্রেস নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। গান্ধিজীর স্মৃতি সৌধে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৌস্তভ বলেন, ‘রাজ্যে দেদার দান-খয়রাতির রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত। মুখ ্যমন্ত্রী ক্লাব-সংগঠনগুলিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন। ক্লাবগুলোকে নিয়ে রাজনীতি করা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।’ কৌস্তভের কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর চোখে দান-খয়রাতি ও দেদার পয়সা বেলানোর পর্দা চোখের ওপর পড়ে আছে। এটা খুব শীঘ্রই সরা দরকার। আর রাজ্যের মানুষের স্বার্থে দান-খ য়রাতি বন্ধ হওয়া দরকার।

তিনি বলেন, ‘আজকের এই বিশেষ দিনে অহিংসার বার্তা চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে চাই। কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যে প্রতিনিয়ত হিংসার বিষয়গুলো দেখছি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনেও হিংসার ঘটনা দেখেছি। কৌস্তভের সংযোজন, ডেঙ্গু মোকাবিলায় পরিকাঠামো নেই। বেকার ছেলে-মেয়েরা চাকরির জন্য রাস্তার ধারে বসে আছে। তাদের চাকরি নেই। অথচ টাকা খরচ করে বাসভাড়া করে ওরা দিল্লি গেছেন।’

কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূলের দিল্লি অভিযান নিয়ে তাঁর সাফ বক্তব্য, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে যে বঞ্চনার দাবি তুলেছে। তার প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি। আটকে রাখা টাকা কেন্দ্র দিক। তবে তিনি এটাও মনে করেন, কারও কাছ থেকে টাকা নিলে সেই টাকার হিসেবও দেওয়া উচিত।

যন্ত্র ও হস্তশিল্পের পারস্পরিক সহাবস্থান চাইছে কুমোরটুলি সর্বজনীন

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে একটা বড় ইস্যু নিঃসন্দেহে শিল্প। কারণ, শিল্প বাংলায় নেই এমনই ধুয়ো তুলেছেন শাসক বিরোধী শিবির। এদিকে আবার মাত্র কয়েকদিন আগে রাজ্যে শিল্প আনতে আমরা বিদেশে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিদেশ সফরের পর তিনি আশ্বাসও দিয়েছেন বাংলায় আসছে শিল্প। এছাড়া সামনেই আছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনও। সেখানে দেখা যাবে দেশ বিদেশের বিভিন্ন শিল্পপতিদের।

তবে সেখানে দেখা মেলা ভার বাংলার হস্তশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে যাঁরা। অথচ এই কুটির শিল্পের ওপরেই কিন্তু জড়িয়ে গ্রাম বাংলার হাজারো মানুষের রুজি রোজগার। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে প্রযুক্তি যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তাতে কুটির শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে। সামগ্রিক বিচারে একটা অসম লড়াই চলছে হস্তশিল্পের সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের। আর দুই শিল্পের এই লড়াইয়ের ছবিটাই ২০২৩-এর দুর্গাপুজোর থিম হিসেবে বেছে নিয়েছেন কুমোরটুলি সর্বজনীনের পুজো উদ্যোক্তারা। সঙ্গে থিমের নামও রাখা হয়েছে ‘লড়াই’। কুমোরটুলি সর্বজনীনের এবারের থিমের পরিকল্পনায় রয়েছেন কুমোরটুলিরই এক শিল্পী সুবল পাল।

থিম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কুমোরটুলি সর্বজনীনের পুজো উদ্যোক্তা সুকান্ত সিংহ জানান, তাঁরা চাইছেন যন্ত্রশিল্প বা ভারী শিল্প থাকুক। তবে তারই পাশাপাশি থাকুক বাংলার হস্তশিল্পও। তাকে কোনওভাবেই হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। কারণ, বাংলার হস্তশিল্প বহন করে বঙ্গ সংস্কৃতিকে। এই শিল্প হারিয়ে গেলে বঙ্গ সংস্কৃতির একটা অধ্যায় চলে যাবে ইতিহাসের পাতায়। সঙ্গে বহু মানুষ হারাবেন তাঁদের রুজি রোজগার। যা কখনওনই কাম্য হতে পারে না এক সমাজের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে।

এই বার্তা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছায় তার জন্য প্যান্ডেল তৈরিতেও তুলে ধরা হয়েছে নানা ধরনের হস্তশিল্পের কাজ। একইসঙ্গে থাকবে যন্ত্রশিল্পেরও নানা ইনস্টলেশনও। পুজো মণ্ডপের ভিতর রাখা থাকছে একটি তাঁত বোনার মেশিনও। ঠিক যেমন ভাবে কাপড় বোনা হয় তাঁতে তার একটা স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তোলা হবে এই তাঁতকলে। আর প্যান্ডেল তৈরি হবে প্রস্ফুটিত এক পদ্মের আকারে।

থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমার রূপদান করছেন কুমোরটুলির বিখ্যাত মৃৎশিল্পী নবপাল। মাতৃপ্রতিমা তৈরি হচ্ছে একেবারেই সনাতনী ঘরানায়। অসুরনাশিনী দুর্গা তাঁর পরিবার নিয়ে অবস্থান করবেন একচালায়।

তবে এবার আরও একটা ব্যাপার নজর কাড়বে সবার তা হল কুমোরটুলির থিম মিউজিক। থিম মিউজিক তৈরিতে তথাকথিত কোনও নামী দামি শিল্পীর শরনাপন্ন হননি উত্তর কলকাতার এই পুজো উদ্যোক্তারা। থিম মিউজিক তৈরির ভার পড়েছে এক পটশিল্পীর ওপর। আমরা অনেকেই জানিনা, এই পটশিল্পীরা শুধু যে পট আঁকেন তা কিন্তু নয়। পটের বিবরণ তাঁরা দেন গানের মাধ্যমে। এই রকমই এক পটশিল্পীকে পূর্ব মেদিনীপুরের পিংলা থেকে নিয়ে এসেছেন পুজো উদ্যোক্তারা। নাম খুকুরানি চাবরি। তাঁরই রচিত গান ‘দুর্গে দুর্গে তারা মা গো’ রেকর্ডও করা হয়েছে ‘থিম সং’ হিসেবে। এই গানে শিল্পী খুকুমনি চাবরি ফুটিয়ে তুলেছেন মা দুর্গার রূপ। মহিষাসুর দমন ছাড়াও মা দুর্গার নানা আখ্যানও। কালকেতুর উপাখ ্যানও তুলে ধরা হয়েছে এই গানে। এই গান থিমকে যে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই। তবে কেন হঠাৎ নামী দামী শিল্পীদের ছেড়ে এক প্রান্তিক শিল্পীকে থিম সং তৈরির দায়িত্ব দেওয়াহল সে ব্যাপারে পুজো কমিটির এগজিকিউটিভ মেম্বার দেবাশিস ভট্টাচার্য জানান, ভারী শিল্পের দাপটে হারিয়ে যেতে বসেছে এই পট শিল্প। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রতো ভাবে জড়িয়ে থাকা পট শিল্পকে বাঁচাতেই বিশেষ এই উদ্যোগ। প্রতিবছরের মতো এবারও আলোক সজ্জায় নজর যে কাড়তে চলেছে কুমোরটুলি সর্বজনীন সে ব্যাপারেও নিশ্চিত করলেন ক্লাব কর্তারা। থিমের সঙ্গে মানানসই আলোকসজ্জা থাকছে পুজো মণ্ডপে। আর বাইরে যেখান থেকে দর্শনার্থীরা পুজো মণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসেন সেখান থেকেই শুরু হবে নানা ধরনের চোখ ধাঁধানো আলোর কাজ। কুমোরটুলি সর্বজনীনের আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছে এসবি ইলেকট্রিক।

৯৩ তম বর্ষে পা দেওয়া এই কুমোরটুলি সর্বজনীন সম্পর্কে বলার বেশি কিছুই নেই। কারণ, এই পুজোর ইতিহাস কারও অজানা নয়। একদা যে ক্লাবের সভাপতি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস সেই ক্লাবের প্রতিমা দেখতে ফি-বছর জনতার ঢল নামে কুমোরটুলিতে। এই ঢল সামাল দিতে কুমোরটুলি সর্বজনীনের উদ্বোধন হবে ১৬ অক্টোবর, এমনটাই জানানো হয়েছে পুজো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে। এদিকে কুমোরটুলি সর্বজনীনে পুজোর আরও একটা উপরি পাওনা বহু ধরনের খাবারের স্টল। ফলে পুজো হপিংয়ের সঙ্গে পেট পুজোও চলানো যাবে সমান তালে।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সমিতির আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সমিতির তরফে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে আলোচনা সভা হল। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ‘অ্যালজাইমার রোগে স্মৃতি বিভ্রম বা বিস্মৃতির চিকিৎসায় আয়ুর্বেদের ভূমিকা’। আলোচক ছিলেন জে বি রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কায়চিকিৎসা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ তুহিন কান্তি বিশ্বাস। আলোচনায় অধ্যাপক বিশ্বাস স্মৃতি বিভ্রম বা ডিমেনশিয়ার কারণ, লক্ষণ এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসার তথ্য সহ সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যাখা করেন।

বিশ্ব অ্যালজাইমার দিবস উপলক্ষ্যেও এই আলোচনা হয়। বর্তমান সময়ে সংক্রামক ব্যাধি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন কোলকাতা কর্পোরেশনের চিকিৎসক ডাঃ তমনাশ ভট্টাচার্য। ডাঃ ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনায় ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ভাইরাস ঘটিত রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্য বিধির উপর গুরুত্ব দেন। এই প্রসঙ্গে কোভিড বিষয়েও তিনি বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যালেন ও জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির মুখ্যপরিচালকদের অন্যতম ডাঃ শ্যামাশ্রী চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে তিনি এই ধরণের সি এম ই আয়োজনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। চিকিৎসক নীল রতন মহাপাত্র সহ অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা এদিন উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

বিধান রায়ের কাছে তর্কে হারলেন গান্ধী

বিধান রায়ের কাছে তর্কে হেরে গেলেন মহাত্মা গান্ধী। সময়টা ১৯৪৩ সাল। জেল থেকে দীর্ঘ অনশন করে অসুস্থ হয়ে গান্ধী বাইরে এসেছেন। আছেন পুনেয়। ঘুসঘুসে জ্বর, ম্যালেরিয়া, সঙ্গে পেটের অসুখ। বেশ কাহিল অবস্থা। কী একটা কাজে বিধান রায় বোম্বাই (তখন মুম্বই নাম ছিল না) এসেছেন। বিধান রায় গান্ধীকে দেখতে গেলেন পুনেয়। ডাক্তার বিধান রায়কে দেখে গান্ধীজি বেজায় খুশি। কিন্তু বিধান রায় যখন বললেন তিনি গান্ধীজির চিকিৎসা করতে চান, বেঁকে বসলেন গান্ধী। গান্ধী অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করতেন না। সব সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতেন। গান্ধী বিধান রায়কে বললেন, ‘তোমার চিকিৎসা তো আমি নিতে পারব না।’ বিধান বললেন, ‘আমি কি জানতে পারি আমার কী অপরাধ’? গান্ধী বললেন, ‘দেশের ৪০ কোটি দীন দুঃখী মানুষের অসুখে যখন তোমার ওই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করতে পারো না, তখন আমিই বা তোমার চিকিৎসা নেব কী করে? বিধান রায় চিন্তায় পড়লেন। বললেন, ‘ঠিকই মহাত্মাজি, দেশের ৪০ কোটি মানুষের চিকিৎসা আমি করতে পারিনি। এ কথা সত্যি। কিন্তু এই ৪০ কোটি মানুষের যিনি আশা ভরসা, ৪০ কোটি পরাধীন মানুষ যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, ৪০ কোটি মানুষের পরাধীনতার দুঃখ লাঘবের ভার যার হাতে, যিনি বেঁচে থাকলে ৪০ কোটি মানুষ নিশ্চিন্ত থাকবে, তাঁর চিকিৎসার ভার সেই ৪০ কোটি মানুষ আমার উপর দিয়েছে, আপনি না বললে আমি শুনব কেন?’ গান্ধী বললেন, ‘ডাক্তার বিধান, আমি তো অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা কখনও নিই না।’ বিধান রায় বললেন, ‘আচ্ছা মহাত্মাজি, আপনি তো বলেন পৃথিবীর সব কিছু, এমনকী ধূলিকণাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের সৃষ্টি, এ কথা কি আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন?’ গান্ধী বললেন, ‘নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি বিশ্বাস করি সবই ভগবানের সৃষ্টি।’

বিধান বললেন, ‘তাহলে মহাত্মাজি, আমাকে বলুন, অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাও কি তাঁরই সৃষ্টি তাই না?’

এই বার গান্ধী হেসে ফেললেন। বললেন, ‘তোমার তো ব্যারিস্টার হওয়ার কথা ছিল, তুমি ডাক্তার হলে কী ভাবে?’

বিধান রায় উত্তরে বললেন, ‘ভগবান আইনজীবী না করে ডাক্তার করেছেন, কারণ তিনি জানতেন, এমন এক দিন আসবে যেদিন ভগবানের সেরা ভক্ত মোহনদাস করমচাঁদের চিকিৎসার ভার পড়বে আমার উপর। উকিল ব্যারিস্টার হয়ে তো আমি অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে পারতাম। কিন্তু ভগবানের এক জন প্রিয়তম সন্তানের চিকিৎসা করার সুযোগ তো পেতুম না। এই জন্যেই ভগবান আমাকে ডাক্তার করেছেন।’

শাশ্বত কথা

যেমন ভাব তেমন লাভ

এক ব্যক্তি যেমন কারো পিতা, কারো জ্যাঠা, কারো খুড়া,কারো মেসো, কারো ভগ্নীপতি, কারো শ্বশুর ইত্যাদি ইত্যাদি। এস্থলে ব্যক্তি এক হলেও কিন্তু সম্বন্ধ ভেদে অনেক প্রকার প্রভেদ রয়েছে,তেমনি সেই এক সচ্চিদানন্দকে ভক্তেরা শান্ত, দাস্য,সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি নানাভাবে উপাসনা করে। যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ হয় অর্থাৎ যে তাঁকেই চায়, সে তাঁকেই পায়। আর যে তাঁর ঐশ্বর্য কামনা করে, সে তা-ই পেয়ে থাকে। রাজবাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়ে যে লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি সামান্য বস্তু প্রার্থনা করে, সে অতি নির্বোধ। রাজাধিরাজ ভগবানের দ্বারস্থ হয়ে জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি রত্ন প্রার্থনা না করে অষ্টসিদ্ধাই প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুর নিমিত্ত যে প্রার্থনা করে সে বড়ই নির্বোধ।-

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

সুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১১ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৩৫ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডের জন্মদিন।
১৯৬৭ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের জন্মদিন।

ভাদর শেষে শরৎ স্তুতি

সুপ্রিয় দেবরায়

পাকা তালের মনোহর ঘ্রাণ সগৌরবে প্রচার করে শরতের অগ্রজ তনয়ার উপস্থিতি। অবিরাম বর্ষণের ঝমঝম শব্দ শেষে কালিমাখা মেঘ তখন নীল আকাশের সীমানা থেকে পালাই পালাই করলেও টিপ টিপ বৃষ্টিতে ছড়ায় ভ্যাপসা গরম। কিংবা হঠাৎ করে নিম্নচাপের ক্ষণিকের তেরছা বর্ষণে একশা ভিজিয়ে প্রখর রোদের আগুনের থাবার শাণিত নখ দিয়ে শরীর আঁচড়ে করে দেয় ব্রহ্মতালু তালপাকার মতো গরম। সূর্যরশ্মির অসহনীয় তাপে ‘এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে’ বৃক্ষমুণ্ডের কালচে পাকা তালের সঙ্গে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো পেঁজা পেঁজা মেঘের টুকরো, নদীর কূলে কাশবনের মায়াবী আমন্ত্রণ, আঙিনা ভিজিয়ে জাফরানি রঙের বোঁটায় লেপটে থাকা জাফরান রঙের ফোঁটা সহ সাদা রঙের শিউলি ফুলের মাদকতাময় ভরা সৌরভ জানান দেয় বঙ্গাব্দের ষষ্ঠ তনয়ার আগমনের বার্তা। তবে অসহনীয় ভ্যাপসা গরম ভাদ্র মাসের চরিত্রদোষের এমন স্থায়ী কালিমা লেপন করে দিয়েছে যে কবিরাও এই মাসটিকে কেমন যেন অবহেলাভরে এড়িয়ে গেছেন। রবিঠাকুর অজস্র বর্ষার গান লিখলেও, ভাদ্রকে টপকে চলে গেছেন আশ্বিনে। ‘আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা ভাদরে’ লিখেই কবিগুরু শরতের অর্থাৎ আশ্বিনের স্বচ্ছ নীল আকাশ দেখে লিখলেন, ‘নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই লুকোচুরি খেলা’ কিংবা ‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি’ বা ‘তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে’। লক্ষ্য করা যায়, কবি এখানে বিদ্যাপতির ‘এ ভরা বাদর মাহ ভাদর / শূন্য মন্দির মোর’ মতন ভাদ্রকে ভেঙে ভাদর করেছেন। বিভূতিভূষণের ‘তালনবমী’, ভাদ্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে অনুষ্ঠিত; দুই ভাইয়ের এক সরলতার গল্প। কত আশা গোপালের, জটি পিসিমা নিমন্ত্রণ করবেন তালনবমীতে। বর্ষণমুখর সকালে তালদিঘি থেকে তাল এনে জটি পিসিমাকে দেয় একদিন আগে, কোনও দাম নেয় না। সারারাত গোপাল স্বপ্ন দেখে তালের বড়া, পায়েসের। কিন্তু হায়, পরেরদিন দুপুর গড়িয়ে যায়; সবাই গোপালের সামনে দিয়ে চলে যায় জটিপিসিমার বাড়ি। আর গোপাল বসে থাকে এক গাছের গুঁড়ির উপর সজল চোখে। গোপালের চোখে জল এসে যায় সংসারের অবিচার দেখে।

আঁধার জড়ানো অস্পষ্ট প্রভাত কাটিয়ে শরতের নীলচে আকাশ চুঁইয়ে নরম হলুদ কিরণের সোনার জল যখন ছড়িয়ে পড়ে শিশির ভেজা শিউলি বিছানো উঠোনে, ‘শিউলিতলার পাশে পাশে / ঝরা ফুলের রাশে রাশে / শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে / অরুণ-রাঙা-চরণ ফেলে / নয়ন-ভুলানো এলে’ কড়া নাড়ে শারদোৎসবের, এনে দেয় হৃদয়ে আসন্ন শারদোৎসবের অনুভূতি। তাকেই আহ্বান জানিয়ে কবিগুরু লেখেন, ‘আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা / নবীন ধানের মঞ্জরি দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা / এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে’। শরৎ মূলত শুভ্রতার প্রতীক। পবিত্রতার চিহ্ন। প্রভাতে দূর্বাঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির কণা, মাঠজুড়ে সবুজ ধানের কচিপাতায় জমে থাকা শিশিরের ওপর মুক্তোর মতো দ্যুতি ছড়ানো প্রভাতের তরুণ আলো ব্যাকুল করে দেয় মন। আলাদা গন্ধ, ছন্দ, রঙ নিয়ে আসে হৃদয়ে দোলা। স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে কবিগুরুর গান, ‘আজি কি তোমার মধুর মূরতি / হেরিনু শারদ প্রভাতে / হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ / ঝলিছে অমল শোভাতে।/ পারে না বহিতে নদী জলধার / মাঠে মাঠে ধান ধরে না কো আর / ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল / তোমার কাননসভাতে।’ পদ্মায় নৌকো ভ্রমণকালে শরতের নীল নির্মল আকাশে শিমুল তুলোর মতো শুভ্র মেঘের ভেলা দেখে কবি লিখলেন, ‘লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া / দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া’। ‘মেঘদূত’ কাব্যের রচয়িতা মহাকবি কালিদাস ‘ঋতুসংহার’ কাব্যে লেখেন, ‘কাশ ফুলের মতো যার পরিধান, প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, উন্মত্ত হাঁসের ডাকের মতো রমণীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালি ধানের মতো সুন্দর যার ক্ষীণ দেহলতা, অপরূপ যার আকৃতি সেই নববধূর মতো শরৎকাল আসে।’ আবার শরৎ এলেই মন বড় কেঁদে ওঠে, ব্যাকুল হয়ে ওঠে, যেতে ইচ্ছে করে সেই বিভূতিভূষণের অপু-দুর্গার কাছে, নিশ্চিন্দিপুরে। শুনতে পাই সেই কাশবনে হারিয়ে ফেলা দিদির খোঁজে অপুর সেই হৃদয়মথিত ডাক ‘দিদি-ই-ই!’ শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি আঁকড়ে যেন আজও ছুটে চলেছি অপু-দুর্গার সাথে সেই নবাবগঞ্জের রাস্তা পিছনে ফেলে, মাঠ-বিল-জলা ভেঙে, বাধাহীন গন্ডিহীন মুক্তির উল্লাসে; দৌড়, দৌড়, দৌড়; ঝাঁ চকচকে সেই মেঘের ভেলার সাথে সাথে, কাশবনের মায়াবী কাশফুলের মধ্যে দিয়ে। কাশফুল দুলছে, উড়ছে। উড়ছি আমিও তাদের সাথে। দূর থেকে ভেসে আসছে ট্রেনের হুইসেল। কান খাড়া করে কাশবনের ভেতর থেকে শুনছে দুর্গা। সবার আগে ছুটছে দুর্গা। তাকে অনুসরণ করে অপু। পেছনে পেছনে আমি। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে দুর্গা যে পথ হারিয়ে ফেলে। ট্রেনের হুইসেল আর শোনা যায় না। রেললাইনও নজরে আসে না। রেললাইন, ট্রেন দেখার বাসনা অতৃপ্ত রেখেই; ছেড়ে আসতে হয় দুর্গা আর অপুকে। রেখে আসতে হয় আজন্ম বিয়োগের ব্যথা।

‘বাজল তোমার আলোর বেণু, মাতল রে ভুবন’, ভৈরবীর সুরে বাঁধা গানটির রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই, বেজে ওঠে অন্ধকার ফুঁড়ে ঢাকের ঢ্যাং-কুড়া-কুড় বাজনা। আসছেন আমাদের দেশমাতৃকা রূপিণী সৃষ্টি - স্থিতি - সংহারকারিণী ‘দেবী দুর্গা’, আবার বিদায়ের লগ্নে তিনিই হয়ে যান আমাদের সবার ঘরের মেয়ে উমা। সেই ঢাকের শব্দ লক্ষ্য করে আজও যে মন ছুটে চলে অলি-গলি-পথ পেরিয়ে, বড় বড় শিউলি গাছের ছায়া পথের দুধারে রেখে। বিভূতিভূষণের ইছামতী উপন্যাসের বুড়ো হয়ে যাওয়া প্রসন্ন চক্কত্তির ন্যায় অনুভূতি হয় ‘শ্যামলতা ফুলের সুগন্ধ যেন কোনও বিস্মৃত অতীত দিনের কার চুলের গন্ধের মতো মনে হয়।’ উমার মতো শরৎও যেন কানে কানে বলে যায়, আবার আসবো ফিরে এক বছর পরে; তোমাদের আঙিনায় শিশির ভেজা শিউলির বন্যা নিয়ে আর খেলবো লুকোচুরি কাশফুল বনে, ধানের ক্ষেতে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলার রৌদ্র ছায়ায়।

দা ভিঞ্চির কোডেক্স থেকে মোনালিসা

পঙ্কজ কুমার চ্যাটার্জি

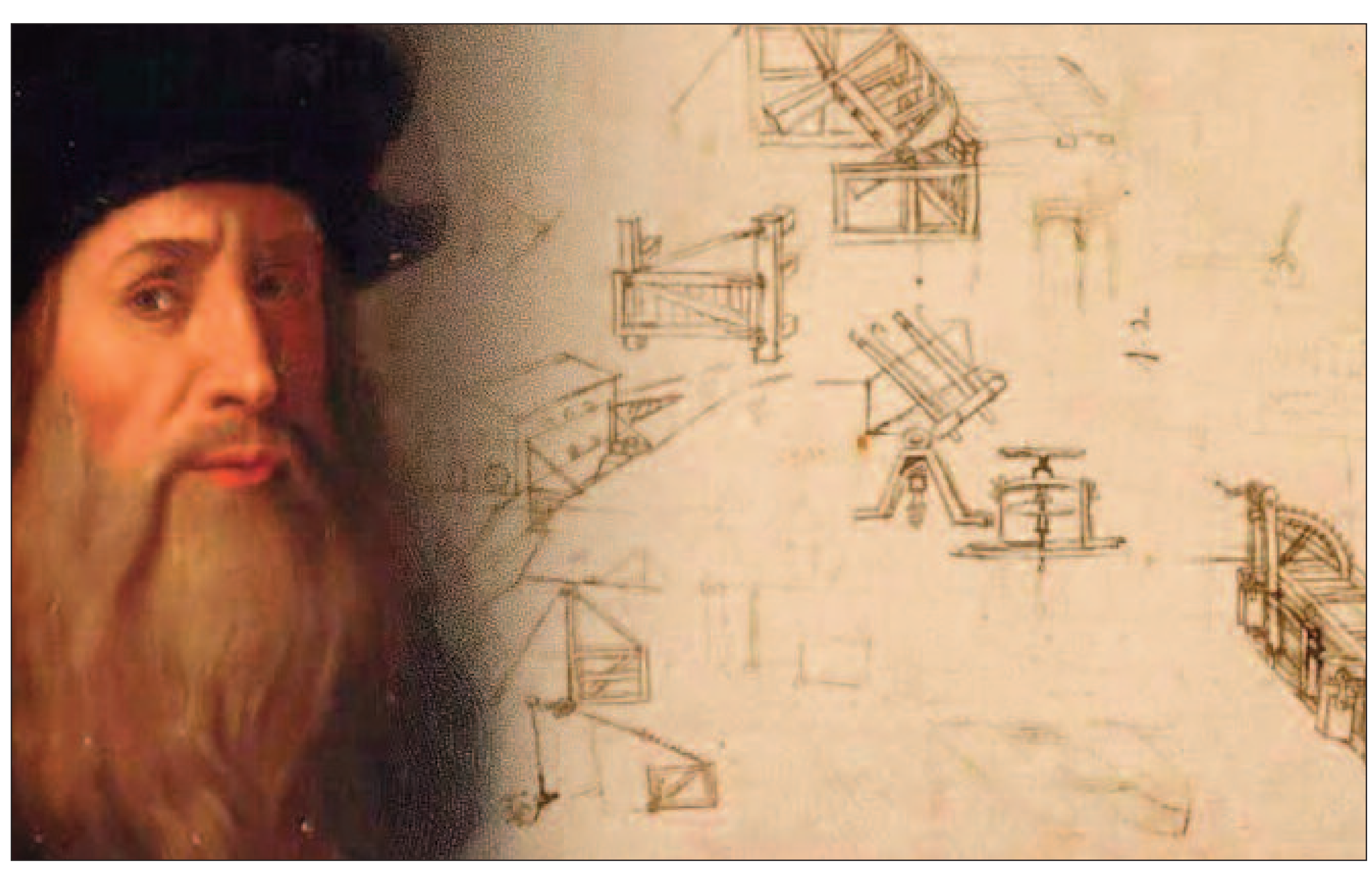

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নোটবই কোডেক্সের নাম হাতবদলের সঙ্গে সঙ্গে পালটেছে। এই নোটবইয়ের রচনাকাল ১৫০৬ এবং ১৫১০ সালের মধ্যে। নীলামের ক্যাটালগে লিখিত বর্ণনার সূত্র ধরে জানা যায় যে দা ভিঞ্চির মৃত্যুর পরে কয়েক জন ইতালিয় অঙ্কণশিল্পীর কাছে কোডেক্সের কপি ছিল। তাঁর মধ্যে একজন হলেন জিউসেপ ঘেজ্জি। ইনি ১৭১৭ সালে টমাস কোক নামের এক ব্যক্তিকে কোডেক্স বিক্রয় করেন। এই ব্যক্তি অনতিবিলম্বে ইংল্যান্ডের আর্ল অফ লিস্টার হন। ১৯৮০ সাল অবধি এক নোটবই আর্ল অফ লিস্টারের এস্টেটের মালিকানাতেই ছিল। ১৯৭৬ সালে তদানীন্তন আর্ল মারা যাওয়ার পরে উত্তরাধিকার কর মেটানোর জন্য পরিবারকে কিছু বিক্রয় করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন এই নোটবই বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই নোটবই লন্ডনের ক্রিস্টির নীলামঘরে বিক্রয়ের জন্য ওঠে। তেল এবং গ্যাসের বিশাল ব্যবসা অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়ামের চেয়ারম্যান ৮২ বছর বয়সী আরমান্ড হ্যামার ৫.৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যে এই বই কিনে নেন। তিনি এর নাম রাখেন কোডেক্স হ্যামার। এর আগে এই বইয়ের নাম ছিল কোডেক্স লিস্টার। সেই সময় তিনি ফোর্বস ৪০০ তালিকায় ছিলেন। আরমান্ড হলিউড অভিনেতা আরমি হ্যামারের পিতামহ। এই নীলামে ইতালিয় সরকারের অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, সেই সময় ইতালিতে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়। ফলে সরকার পক্ষের কেউ অংশ নিতে আসতে পারেননি। প্রত্যাশিত মূল্যের থেকে প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার কম মূল্যে এই মূল্যবান সামগ্রী বিক্রয় হয়।

এই বই কেনার পরে হ্যামার লস এঞ্জেলসে দশাধিক মিলিয়ন ডলার খরচ করে আর্ট মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরে এই দুই বিনিয়োগের জন্য তাঁর কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা তাঁদের শেয়ার মূল্যে তিনগুণ দাম ফেরত চান। হ্যামার আইনি জটিলতা কি করে সামলাতে হয় তা ভালোই জানতেন। তিনি ৬০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে শেয়ারহোল্ডারদের মুখ বন্ধ করে দেন। ৯২ বছর বয়সে মারা যাবার পর এক নাগাড়ে অনেকগুলি মামলা সামলাতে হয় তাঁর পরিবারকে। তাঁর মৃতা স্ত্রীর ভাইঝি তাঁর ক্রীত শিল্পসামগ্রী এবং অন্যান্য সম্পত্তির এক অংশ দাবি করেন। ফলে ১৯৯৪ সালে কোডেক্স হ্যামার আবার ক্রিস্টির নীলামঘরে আসে।

এই নোটবইতে মূলত জলের উপর পরীক্ষানিরীক্ষার বিবরণ আছে। এছাড়া আছে ৩৬০ টি চিত্র। ১৯৯৪ সালে আরমান্ড হ্যামার এই নোটবই পুনরায় বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে মাইক্রোসফট সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের বয়স ৩৯। তিনি তখন কৃতিত্বের শিখরে অবস্থান করছেন। সেই বছর নববর্ষের দিন তিনি মেলিন্ডা গেটসকে বিবাহ করেছেন এবং তাঁর বহু-মিলিয়ন ডলার মূল্যের প্রাসাদ জানাড়ু ২.০ অর্ধনির্মিত। ফোর্বস ৪০০ তালিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে- একজন তভীষণ পরিশ্রমীদ এবং তজন্তুর মতো সরলদ। তালিকার শীর্ষে থাকা গেটসের আনুমানিক সম্পদের পরিমাণ ৯.৩৫ বিলিয়ন ডলার। গেটস তাঁর বন্ধু ওয়ারেন বুফেকে হিংসা করতেন কারণ তিনি গেটসের থেকে বেশি সময় পান বই পড়ার জন্য।

অনলাইনে কোডেক্স লিস্টারের কপি কিনে অনেকেই পড়ে অর্থোদ্ধার করতে পারেননি। কারণ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এতে পিছন দিক থেকে লিখেছেন। দা ভিঞ্চির বেশির ভাগ লেখাই নাকি এই রকম। অনেকে কারণ হিসাবে বলতেন তিনি বাঁ হাতি ছিলেন। বই পড়ায় বন্ধু বুফেকে টেক্কা দিতেই গেটস ১৯৯৪ সালে ৩০.৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যে তচূড়ান্তদ বইটি কিনে ফেললেন। নীলামের দাম ছিল অবশ্য ২৮ মিলিয়ন ডলার। বাকি অর্থ ফিসহ বিবিধ খরচ। কিন্তু পূর্বসুরিদের মতো তিনি বইয়ের নাম কোডেক্স গেটস রাখেননি। কোডেক্স লিস্টারই রেখে দিয়েছেন।

চূড়ান্তভাবে নীলামে ওঠার আগে এক বিশেষজ্ঞ দল দিয়ে কোডেক্স হ্যামারের আনুমানিক মূল্য যাচাই করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এর মূল্য হওয়া উচিত ৫০ মিলিয়ন ডলার। সেই দলের এক বিশেষজ্ঞ রিচার্ড সাইমন জানান যে দা ভিঞ্চির তিন ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি ভল্লুকের মাথার চিত্র ১২ মিলিয়ন ডলারে বিক্রয় হয়েছে। বিল গেটসের হাতে এই বই গেলে তিনি যদি বইয়ের ৩৬০ টি চিত্রগুলিকে চিত্রপ্রতি ১২ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রয় করতে আরম্ভ করেন তাহলে তিনি প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার আয় করবেন। সেই হিসাবে মূল্য ৫০ মিলিয়ন ডলার ধরা হয়। যাহোক গেটস ৩০.৮ মিলিয়ন ডলারে কোডেক্সের অধিকারি হয়েছেন। তিনি বইটি পড়ার জন্য তকোডেস্কোপদ নামে সফটওয়ার তৈরি করেছেন যার সাহায্যে দা ভিঞ্চির লেখা দর্শকরা পাঠোদ্ধার করতে পারেন। কোডেক্স লিস্টারে কি আছে? এতে এমন এক যন্ত্রের বর্ণনা আছে যা থেকে নদী প্রবাহের গতি পরিমাপের আধুনিক যন্ত্র তওডোমিটারদ-এর ধারণা পাওয়া যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে নদীতরঙ্গের প্রকৃতি এবং তার প্রভাব জানা যায়। এছাড়া দীর্ঘ সময় জলের নীচে অবস্থান করার যন্ত্রের বর্ণনাও আছে। কিন্তু, দা ভিঞ্চি তমানুষের শয়তানি মনোবৃত্তিরদ কারণে এর বিশদ আলোচনা করেননি। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন মানুষ এই যন্ত্রের সাহায্যে শত্রু জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম হবে। একটি নোটে লেখা আছে তএমন চশমা বানাও যা দিয়ে চাঁদকে বড় দেখা যায়দ। বিস্ময়কর ভাবে মানুষ টেলিস্কোপ আবিষ্কার করে এর একশো বছর পড়ে। ১৯৯৪ সালের নীলামের ক্যাটালগে দা ভিঞ্চি-বিষয়ে পণ্ডিত কার্লো পেদ্রেত্তি লিখেছিলেন যে মোনালিসা হলো তকোডেক্সে সংকলিত লিওনার্দোর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চাক্ষুষ সংশ্লেষণদ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে টানা বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: টানা বৃষ্টির ফলে মাটির দেড়তলা বাড়ি ভেঙে পড়ল। অল্পের জন্য রক্ষা পেল পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগ ব্লকের ডিহিবাগনান এলাকায়। বাঁকুড়া জেলায় বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে তিন শিশুসহ এক বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে রাজ্য জুড়ে। আরামবাগ ব্লকের ডিহিবাগনানের ওই ঘটনাতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। আর এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কেন বাংলা আবাস যোজনায় বাড়ি পাচ্ছে না গরিব মানুষ তা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগছে তৃণমূল। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তৃণমূলের দুর্নীতি ও কাটমানি খাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করছে। এই দুই রাজনৈতিক দলের জাঁতাকলে পড়ে নাভিশ্বাস অবস্থা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার গরিব মানুষের। আরামবাগের গৌরহাটি এক নম্বর অঞ্চলের ডিহিবাগনানের দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা বসুদেব সাতিক। এদিন

তাঁর দেড়তলা মাটির বাড়িটি সকাল আটটা নাগাদ পড়ে যায়। বাড়ির লোকজন আগাম বুঝতে পারায় বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় তারা। তাই অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পায়। পেশায় শ্রমিক বসুদেব বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও এক ছেলে দুই নাতনি ও বউমা আছেন। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার হওয়ায় মাটির বাড়িটি সংস্কার করতে পারেনি। এই বিষয়ে তিনি জানান, ২০২১ সালে বাংলা আবাস যোজনায় বাড়ি দেওয়ার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েতে আবেদন করেছিলেন। লিস্টে নাকি নাম উঠেছিল। প্রতিশ্রুতি এসেছিল শাসকদলের কাছ থেকে। কিন্তু এখনও তার নামে বাড়ি করার টাকা আসেনি। টানা তিনদিন বৃষ্টির ফলে হঠাৎ করে মাটির বাড়িটি ভেঙে পড়ায় দিশেহারা পরিবারটি। এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সমীর বারুই বলেন, খবর পেয়েই ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। স্থানীয় প্রধানকে সব জানানো হয়েছে। টাকা বরাদ্দ হলেই এই গরিব মানুষটির সবার আগে বাড়ি করে দেওয়া হবে। এই বিষয়ে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, যারা এখন সরকার চালাচ্ছে তারা ব্যস্ত আছে বাড়ি দেওয়ার নাম করে কাটমানি খাওয়ার জন্য। গরিব মানুষের বাড়ি পড়ে যাচ্ছে তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা নেই। যারা বাড়ি পাওয়ার যোগ্য তারা বাড়ি পাইনি। পাকার বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল নেতারা বাড়ি পেয়েছে। যদি স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি দেওয়া হত তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সকল গরিব মানুষ বাড়ি পেত। অপরদিকে, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি স্বপন নন্দী জানান, বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে বহু মানুষকে বাড়ি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করে গরিব মানুষকে দেওয়ার জন্য আবাস যোজনার টাকা আটকে দিয়েছে। গরিব মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য দিল্লিতে তাই আন্দোলন চলছে তৃণমূলের। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে আবাস যোজনায়। বিজেপি মুখে বড় বড় কথা বললেও গরিব মানুষের পাশে ওরা নেই। সবমিলিয়ে নিম্নচাপে জেরে ক্রমাগত বৃষ্টিতে মাটির বাড়িতে থাকা প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের আতঙ্কে দিন কাটছে।

সুন্দরবনে গৌড়েশ্বর ৩০০ ফুট নদীর বাঁধে ফাটল, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: চলতে থাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের রূপমারি গ্রামে হঠাৎই সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ গৌড়েশ্বর নদীর বাঁধ বসে যায়। বেশ কয়েকদিন ধরে সারা রাজ্য জুড়ে চলছে প্রাকৃতিক বর্ষা। আর এই বর্ষায় মাটি নরম হয়ে নদীর বাঁধে ফাটল ধরে জল ঢুকছে। এই গৌড়েশ্বর নদী বাঁধ ভেঙে জল ঢুকছে এলাকায় তাছাড়াও দেখা যায় ৮০ থেকে ১০০ ফুট বাঁধ ফাটল ধরে আছে যে কোনও মুহূর্তে নেমে ওই মাটি চলে যাবে নদীর গর্ভে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মণ্ডল ও প্রধান। এলাকার মানুষজন জানিয়েছেন যেকোনও সময় বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারে তারা খুব আতঙ্কে আছেন। প্রধান, উপপ্রধান তারা আসছেন দেখছেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আপাতত, পেপার দিয়ে ফাটল আটকানোর চেষ্টা চলছে। সেচ দপ্তরে খবর দেওয়াতে কাজ শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের দাবি সময়মতো যদি বাঁধগুলো মেরামত করা হয় তাহলে, এই বর্ষার সময়ে নদীতে জলস্তর বেড়ে যায় তখন আর আতঙ্কে থাকতে হয় না। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সুরজিত বর্মন জানিয়েছেন, এলাকার কয়েকটি নদী বাঁধে এরকম সমস্যা হচ্ছে, লোকাল পঞ্চায়েতকে নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের টাকা আটকে রেখেছে, নদী বাঁধের বরাদ্দ কাজের টাকা দিচ্ছে না যার কারণে বহু জায়গায় নদী বাঁধের কাজ আটকে রয়েছে।

গ্রামসভা মঞ্চে বিজেপির জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যদের স্থান না দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আয়োজিত গ্রামসভা মঞ্চে বিজেপির জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যদের কোনও রকম স্থান দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুললেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আনন্দ কুমার।

সোমবার বিকেলে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে পানাগড় বাজার মিত্র সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণে গ্রামসভার আয়োজন করা হয়। এদিন এলাকার মানুষের সমস্যার কথা শোনেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও পঞ্চায়েতের কর্মীরা। এদিন এই সভায় বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ কুমার উপস্থিত থাকলেও তাঁকে মঞ্চে ডাকা হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর অভিযোগ, গ্রামসভার নামে তৃণমূলের নেতা কর্মীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিরোধীদের সভামঞ্চে জায়গা না দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা নিজেদের মতো করে সভা করেন। এমনকি বিরোধীদের সভার বিষয় কোনও রকম আগাম খবরও দেওয়া হয়নি।

তাঁর অভিযোগ, সরকারি টাকা কী ভাবে খরচ করবে সেই নিয়েই তৃণমূল কর্মীরা সভা করেছেন। একই অভিযোগ বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মার। তাঁর অভিযোগ, পানাগড় বাজার থেকেই অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। কিন্তু যে স্থান থেকে তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচি শুরু করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বুথে জয়ী হয় বিজেপি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির মোট ১০ জন প্রার্থী জয়ী হয়। যার কারণে তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ার ফলে তারা ভয় পেয়ে দ্বিচারিতা শুরু করেছে। তৃণমূল ভয় পেয়ে বিরোধীদের মঞ্চে বসার জায়গা দিচ্ছে না।

কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সি বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পালটা দাবি করেন, বিজেপির মাত্র একজন পঞ্চায়েত সদস্য গ্রামসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে মঞ্চে বসার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি সভা মঞ্চে না বসে সভার বাইরে ঘোরাঘুরি করেছেন। কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের

কোনও দোষ নেই। এমনকি গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে গোটা এলাকায় মাইকে প্রচার করা হয়েছিল। বিজেপি শুধু অভিযোগ করতেই ব্যস্ত।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মদক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর প্রথমবার গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হয়। যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ থমকে রয়েছে সেই সমস্ত কাজ যাতে দ্রুত শুরু করা যায়, সেই বিষয়ে এলাকাবাসীকে নিয়ে সভা করা হয়। এলাকায় কী সমস্যা সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সেই সমস্যা কী ভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

সাংবাদিক বঞ্চনা, প্রতিবাদে মুখর বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি

সুমন তালুকদার

বারাসাত: করোনা পরবর্তী সময় থেকে রেলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সাংবাদিকদের কনসেশন আটকে রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এবার সাংবাদিকদের উপর কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। শুধু প্রতিবাদ করেই থমকে থাকবেন না, সাংবাদিকদের উপর বঞ্চনার বিষয়টি তিনি লোকসভাতেও তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

করোনা পরবর্তী সময় কাটিয়ে দেশ এগিয়ে চলছে। আস্তে আস্তে সব স্বাভাবিক হলেও দূরপাল্লা যাত্রার জন্য সারা দেশ ব্যাপী রেলে সরকারি অনুমোদিত সাংবাদিকদের বহু বছর ধরে চলে আসা কনসেশন বন্ধ করে রেখেছে। কি কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে তার কোনও সদুত্তর নেই রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে। তাদের বক্তব্য, সারা দেশ ব্যাপী রেলের এই কনসেশন বন্ধ আছে। রেল মন্ত্রক ছাড়পত্র দিলে আবার চালু হবে। সরকার অনুমোদিত বা অ্যাক্রিডিটেড সাংবাদিকরা পরিবার সহ দূরপাল্লার রেল যাত্রা করলে সিঙ্গেল ফেয়ার ডাবল জার্নির সুযোগ পেত। কিন্তু করোনার সময় থেকে সেই সুবিধা বন্ধ করে রেখেছে রেল দপ্তর। এই প্রসঙ্গেই এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বারাসাতের চিকিৎসক সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন, রাজ্য তথা দেশের গণতন্ত্র রক্ষার্থে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব অসীম। এই মাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ ধরা হয়। দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমস্যা, অন্যায়, বঞ্চনা সব কিছু তুলে ধরে সমাজকে সঠিক ধারায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সংবাদকর্মীরা। তাদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কনসেশন বন্ধ করে রাখা উচিত হচ্ছে না। তিনি বলেন, বাংলার সরকার সাংবাদিকদের জন্য সরকারি বাসভাড়া সম্পূর্ণ মকুব করেছে। আজও তা চলছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহর ও জেলার সব সাংবাদিকদের জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করছেন। সেই মর্মে ফর্ম পূরণও চলছে। পুজোর সময় বোনাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার সরকার সাংবাদিকদের জন্য সহানুভূতিশীল। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার রেলের ছাড় আটকে রেখেছে। এর থেকেই পরিষ্কার কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সব সাংবাদিকদের বঞ্চিত করছে, যোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে না। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। বিষয়টি আমি আগামী লোকসভা অধিবেশনে তুলব। সেখানে বলব শুধু দূরপাল্লা জন্য নয়, লোকাল ট্রেনেও সাংবাদিকদের সম্পূর্ণ ভাড়া মুকুব করতে হবে। ওছাড়াও বছরে ২ বার স্বপরিবার ভ্রমণের জন্য এবং চিকিৎসার জন্য সর্বক্ষেত্রেই রোগী ও আটেনডেন্ট এই দু'জনের রেলের ভাড়া মুকুব করতে হবে। সাংবাদিকদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে আমি কাকলি ঘোষ দস্তিদার এই লড়াই করে যাব বলে তিনি জানান।

মহাত্মা গান্ধি ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন পালন হুগলিতে

বনস্পতি দে

উত্তরপাড়া: সোমবার ২ অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন। এই জন্মদিন উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়ায় কংগ্রেস কার্যালয়ে উত্তরপাড়া টাউন কিষান কংগ্রেসের উদ্যোগে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন পালন করা হয়। সেদিন সকালে কংগ্রেস কার্যালয়ে মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় সেইসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হয়। একে একে কংগ্রেস কর্মীরা মহাত্মা গান্ধি ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা রুনু দত্ত উত্তরপাড়া টাউন কিষান কংগ্রেস সভাপতি মিলন চক্রবর্তী রাজ্য কিশান কংগ্রেসের

ভাইস চেয়ারম্যান গোপাল দে সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দেব সহ তাদের নেতৃবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে বক্তারা মহাত্মা গান্ধির জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জীবনী নিয়েও বলেন বক্তারা।

ভগ্নপ্রায় মাটির বাড়ির সদস্যদের অস্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত দু'দিনে বাঁকুড়া জেলায় তিন শিশু সহ চার জনের মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে। আর এই ঘটনার পর 'ভগ্নপ্রায়' মাটির বাড়িতে বসবাসকারীদের অস্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করল প্রশাসন। সোমবার সকাল থেকে বাঁকুড়া-১ ব্লকের বিডিও অঞ্জন চৌধুরী ওই এলাকার পুরুনডিহি, কালপাথর, কুমিদ্যা গ্রামে যান। গ্রামগুলিতে ভগ্নপ্রায় মাটির বাড়িতে বসবাসকারী মানুষজনের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাঁদের হাতে ত্রিপল তুলে দেন। এমনকি বিশেষ প্রয়োজনে তাঁদের প্রত্যেককেই স্থানীয় স্কুল, কমিউনিটি হলগুলিতে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গ্রামবাসী অজিত মাল, কাজল

মালরা বলেন, 'এই বৃষ্টির দিন চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। বিডিও নিজে গ্রামে এসে ত্রিপল দিয়ে গিয়েছেন ও পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।' বিডিও অঞ্জন চৌধুরী জানান, অতি আশঙ্কাজনক বাড়িতে থাকা মানুষজনকে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বাকিদের ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী মজুত আছে। ফলে এই মুহূর্তে বড় কোনও সমস্যা হবেনা বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু ৪ গবাদি পশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল চারটি গবাদি পশুর। আহত তিনটি গবাদি পশু। বিষ্ণুপুরের বাকাদহ পঞ্চায়েতের বড়ামারা ও ছাতনায় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা এখওনও দগদগে। সেই রেশ কাটতে না কাটতে এবার দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল চারটি গবাদি পশুর। পাশাপাশি একই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তিনটি গবাদি পশু। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের বেন্দা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, রাত দুটো নাগাদ গোয়াল ঘরের মাটির দেওয়াল আচমকায় গবাদি পশুর উপর ভেঙে পড়ে তড়িঘড়ি তিনটি গবাদি পশুকে উদ্ধার করা গেলেও, চারটি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়। নিম্নচাপের বৃষ্টিতে মাটির দেওয়াল দুর্বল হয়ে পড়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

চলন্ত ট্রেনে ডেঙ্গু সচতনতার প্রচার বাউল শিল্পীর

পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান: চলন্ত ট্রেনে ডেঙ্গু সচতনতার প্রচার বাউল শিল্পীর। চলন্ত ট্রেনে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করলেন বর্ধমানের বাসিন্দা তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বাউল শিল্পী। বিনা পারিশ্রমিকে চলন্ত ট্রেনে গান গেয়ে সচেতন করছেন যাত্রীদের। শিল্পীর অভিনব প্রচার উপভোগ করছেন যাত্রীরাও।

সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গু নিয়ে বেড়েছে উদ্বেগ। ডেঙ্গু মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের মানুষের। রাজ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঊর্ধ্বমুখী। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতিরোধে কোমর বেঁধে নেমেছে রাজ্য সরকার ও স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রতিরোধে নেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ সরকারি পদক্ষেপ। পাশাপাশি জোর দেওয়া হয়েছে নাগরিক সচেতনতার ওপরও। রাজ্যে বেড়ে চলা ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলো।

এরকমই পরিস্থিতিতে সচেতনতা প্রচারে এগিয়ে এসেছেন প্রখ্যাত বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত। পূর্ব বর্ধমান থেকে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল পর্যন্ত চলন্ত লোকাল ট্রেনে বাউল গান গেয়ে তিনি চালাচ্ছেন সচেতনতা প্রচার। সোমবার বর্ধমান-আসানসোল লোকাল ট্রেনে ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে শিল্পী স্বপন বাবুকে বাউল গান গাইতে দেখেন যাত্রীরা। ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে শিল্পীর স্বরচিত গান উপভোগ করেন চলন্ত ট্রেনের যাত্রীরা।

বাউল শিল্পী স্বপনবাবু জানিয়েছেন, ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। সংক্রমণ এড়াতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে ঠিকই। কিন্তু

সাধারণ নাগরিকদেরও এই বিষয়ে সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। তাই তিনি প্রচার অভিযানে নেমেছেন। সোমবার থেকে সচেতনতা প্রচার শুরু হলেও ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

চন্দ্রকোনার স্কুলে বিজ্ঞানমঞ্চের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে আগ্রহ বাড়াতে সোমবার রাজ্যজুড়ে বিজ্ঞান মঞ্চের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এই বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের কুসংস্কার মুক্ত করতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিন চন্দ্রকোনায় ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষায় বসার ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়। পরীক্ষা ঘিরে অভিভাবকরাও ছিল যথেষ্ট আগ্রহী। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারাও ছাত্র ছাত্রীদের প্রশ্ন বুঝতে সাহায্য করেন। পরীক্ষার আয়োজকরা বলেন, এই ধরনের পরীক্ষা ছাত্র ছাত্রীদের বিজ্ঞান মঞ্চের পরীক্ষা কিছুটা বিজ্ঞান মনস্ক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার দিকে নিয়ে যাবে বলে তারা আশাবাদী। এর ফলে কুসংস্কারমূলক চিন্তাধারা অনেকটাই কমবে।

এদিন উপস্থিত শতাধিক অভিভাবক পরস্পরের মধ্যে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা ও স্বাস্থ্যের খবরাখবর বিনিময়ে পড়ান। পরীক্ষা ঘিরে অভিভাবকদের মিলনের আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো।

নসিবপুরে গাছ কাটার অভিযোগ বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার নসিবপুর অঞ্চলের নান্দা বাজার এলাকায় নির্বিচারে গাছ কাটা চলছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, নসিবপুর মোড় থেকে চন্দননগর অভিমুখের রাস্তায় বরাবর শতাব্দী প্রাচীন বহু গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে নির্বিচারে। এই গাছ কাটার প্রতিবাদে বাংলার ১৯টি পরিবেশ প্রেমী সংগঠন একজোট হয়ে গাছ কাটার বিরুদ্ধে শোক সভা ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সংগঠনগুলির পক্ষে গৌতম সরকার দাবি করেন, ২০১৭ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এই গাছগুলি কাটা হচ্ছে, সংগঠনের তরফ থেকে জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে কটি গাছ কাটা হবে তার কোনও সদুত্তর তারা পাননি। এছাড়াও তিনি আরও জানান, বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বড় গাছকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায়, সে বিষয়ে বন দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের উদাসীনতায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি আরও জানান, এই গাছ কাটার বিষয়ে অনেক অস্বচ্ছতাও রয়েছে। গাছ কাটা বা ধ্বংস করা যেখানে আইন বিরুদ্ধ, সেখানে সরকার ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে অভিমত স্থানীয় সাধারণ মানুষের।

সোনামুখীর তাঁত শিল্পে ভাটা

বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজোর আগে কিছুটা ব্যস্ততায় শিল্পীরা

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: সোনামুখীর তাঁত শিল্পে ভাটা, বর্তমান প্রযুক্তির কাছে হার মানছেন তাঁত শিল্পীরা, তবে পুজোর আগে কিছুটা হলেও ব্যস্ততায় শিল্পীরা।

বাঁকুড়া জেলার অতি প্রাচীন শহর সোনামুখী। এই সোনামুখী শহরের তাঁত শিল্পীর খ্যাতি জগৎজুড়ে, একটা সময় ছিল দূর্গা পূজার আগে সোনামুখীর তাঁত শিল্পীদের নাওয়া খাওয়ার সময় থাকত না, চরম ব্যস্ততায় থাকতেন তাঁতের শাড়ি তৈরি করতে। এমনকি এই তাঁতি পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য হাত লাগাতেন এই কাজে, সোনামুখীর তাঁত শিল্পীদের হাতের তৈরি তাঁতের শাড়ি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে নয়, ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিত। ফলে পুজোর আগে টানা দু'টি মাস চরম ব্যস্ততার মধ্যে থাকত এই তাঁত শিল্পীরা।

তবে আজ সে সব কথা শুধুই ইতিহাস। তাঁত শিল্পীরা জানাচ্ছেন, বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরা শাড়ি তৈরির কাজ আর করতে চাইছে না, তারা পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে অন্য কাজের সন্ধানে। কারণ

আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে তাঁত শিল্পে ভাটা পড়েছে। বর্তমান যুগে আধুনিক মেশিন বাজারে এসেছে ফলে হাতে তৈরি তাঁতের কদর কমেছে অনেকটাই। যেখানে একটা তাঁতের শাড়ি তৈরি করতে শিল্পীদের সময় লাগে তিন দিন, সেখানে দাঁড়িয়ে মেশিন দ্বারা একদিনে পাঁচ থেকে ছ'টি শাড়ি তৈরি করে ফেলছে নিমেষেই, স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পীদের হাতে বোনা তাঁতের শাড়ির বাজার দরের থেকে মেশিনে তৈরি করা তাঁতের শাড়ির দাম অনেক কম।

তবে সোনামুখী শহরের তাঁত শিল্পীদের বছরের অন্যান্য সময় ততটা ব্যস্ততা না থাকলেও পুজোর একটা মাস কিছুটা চাহিদা থাকায় কিছুটা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েই তাঁদের দিন কাটছে। তাঁত শিল্পীরাও সারা বছর এই পুজোর দিকে তাকিয়ে থাকে কেননা এই পুজোর মাসে দুটো বাড়তি পয়সা ঘরে আসে। তাঁত শিল্পীরা জানাচ্ছেন, সোনামুখী পুরশহরে এক হাজার থেকে ১২০০ তাঁতি পরিবার রয়েছে প্রত্যেকেরই জীবন জীবিকা এই তাঁত শিল্পের ওপর নির্ভরশীল, এইভাবে বর্তমান প্রযুক্তির কাছে হার মানতে থাকলে আগামী দিনে তাঁদের সংসার ভেসে যাবে এমনটাই আশঙ্কা করছেন তাঁত শিল্পীরা।

তবে এ বিষয়ে সোনামুখী পুরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখোপাধ্যায় জানান, রাজ্য সরকার তাঁত শিল্পীদের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রভূত প্রচেষ্টা করছেন। আগামী দিনে পুরসভার তরফে তাঁদের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানো হবে বলেই জানান তিনি।

ঢাকের প্রস্তুতি বোলে ঘুরপাক খাচ্ছে শূন্যতা

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম: আকাশে পেঁজা তুলোর মতো ভাসতে থাকা মেঘমালা আর কাশফুলের সারির ওপর উড়ে বেড়ানো বলাকারা যেমন শারদীয়া আগমনীর জানান দিচ্ছে, তেমনি ঢাকি পাড়ায় ঢাক বাদ্যের বোলেও ধ্বনিত হচ্ছে — মা আসছেন। পুজোর গন্ধ ছড়িয়ে পড়তেই ঢাকিদের পাড়ায় ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। দুই কাঠির তাল এক করতে বেলপাহাড়ি ব্লকের জয়পুর কুচলাপাহাড়ি ও সাহাড়ি গ্রামের ঢাকিরা চরম ব্যস্ত। বদলে যাওয়া সময়ের অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢাকে নতুন বোল তুলে পুজোর সময় মোটা পয়সা রোজগারের জন্য শিল্পীরা যারপরনাই ব্যস্ত হলেও একটা বিরাট শূন্যতা তাদের যেন কুড়ে কুরে খায়। পেটের দায়ে পুজো মণ্ডপের ঢাক বাজানোর উন্মাদনা দেখা গেলেও তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাদের এক অব্যক্ত

যন্ত্রণা। জয়পুর গ্রামের ঢাকি পাঁড়ু কালিন্দী বলেন, তাদের এই প্রস্তুতি ছেলেমেয়ে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মনে পুজোর উচ্ছ্বাস জাগায় না। তারা মনমরা হয়ে উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকে। কারণ, পুজোর সময় কাজকর্ম সেরে ছুটি নিয়ে আর পাঁচজন বাঙালি যখন বাড়ি ফিরে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে আনন্দে পুজোর দিনগুলি কাটান তখন পরিবার-পরিজনদের ছেড়ে দুটো পয়সা উপার্জনের আশায় তাদের ঢাক বাজাতে যেতে হয় দূর দূরান্তে। কারণ, ঢাকিদের রোজগারের মূল উৎস বলতে এই শারদীয় পুজো। পুজোর ক'দিন মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাক বাজিয়ে যা রোজগার হয় তাতে মোটামুটিভাবে কিছুদিন সংসার চলে যায়। তাই বছরের এই কটা দিনের জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে ঢাকিরা। প্রতিবেশী বাঙালিরা যখন পরিবারের সঙ্গে আনন্দে মেতে থাকবেন তখন ঢাকিরা তাদের পরিবার পরিজনদের ছেড়ে দূর-দূরান্তের পূজা মণ্ডপে বোল তোলায় ব্যস্ত থাকবে। ভাঙা মন নিয়ে বাড়ির লোকেরা শুধু উদাসীনতা ও একাকীত্ব আঁকড়ে ধরে কাটাতে বাধ্য হবে পুজোর দিনগুলি। জঙ্গলমহলের বেলপাহাড়ি ব্লকের অন্যান্য ঢাকিরা বলেন, রাজ্যের উৎসব প্রেমী সমগ্র শ্রেণির মতো তাদের এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের সেভাবে পুজো দেখা হয় না। দুটো পয়সার টানে তাদের বাইরে চলে যেতে হয়। তাই এত বড় পুজোয় তাদের পরিবারে আনন্দ বা হাসি ফোটে ওঠে না। পুজোর প্রাকমুহূর্তে ঢাকের প্রস্তুতি বোলে সেই শূন্যতাই ঘুরপাক খাচ্ছে জঙ্গলমহলের ঢাকিদের পরিবারগুলিতে।

দিল্লির পাশাপাশি কাঁকসায় প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে দিল্লিতে তৃণমূলের আন্দোলনের পাশাপাশি দলের নির্দেশে সোমবার সন্ধ্যায় কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের। এদিন প্রতিবাদ কর্মসূচিতে গান্ধিজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গান্ধিজির জন্মদিবস পালন করা হয়। এরপর ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা সহ রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হয়ে কাঁকসা থেকে প্রতিবাদ জানান তৃণমূল কর্মীরা।

কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে বাংলার গরিব মানুষকে ভাতে মারার জন্য বকেয়া টাকা আটকে রেখেছে। বাংলার মানুষের বাড়ির ছাদ ফুটো হয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে ঘরের ভিতরে। বারবার আবেদন জানিয়েও সেই সমস্ত মানুষের মাথায় ছাদ করে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। কেন্দ্র সরকারকে আবেদন জানিয়েও আবাস যোজনার টাকা তারা দিচ্ছে না। গরিব মানুষের টাকা আটকে রেখে পালটা কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পরিকল্পনা করে টাকা আটকে রেখেছে। যেখানে কেন্দ্রের পাঠানো প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করে তারা দুর্নীতি হয়নি বলেই রিপোর্ট পাঠানোর পরেও এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার গরিব মানুষের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। তারই প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ নিজেদের জব কার্ড নিয়ে দিল্লির বুকে যেমন প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তার পাশাপাশি কাঁকসা ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে তৃণমূল কর্মীরা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন।

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়, কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য সহ অন্যান্যরা।

নদীতে জল বাড়তে আতঙ্ক আরামবাগে, পাশে থাকার বার্তা জেলা শাসক মুক্তা আর্যার

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: টানা দুই দিন বৃষ্টি ও জলাশয় থেকে জল ছাড়ার ফলেই দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী ও দামোদর নদীতে জল কানায় কানায়। নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি শুরু হতেই নদীবাঁধ এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তৎপর হয়ে ওঠে আরামবাগ প্রশাসন। এদিন আরামবাগ মহকুমার বেশ কয়েকটি নদীবাঁধ এলাকায় ফেরি ঘাট পারাপার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। বিশেষ করে খানাকুল দু'নম্বর ব্লকে ফেরি ঘাট পারাপারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের নদীতে মাছ ধরার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করে মহকুমা প্রশাসন। সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আসেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য। তিনি আরামবাগ মহকুমা শাসকের দপ্তরে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সরাসরি ক্যামেরার সামনে না বললেও মৌখিকভাবে সাংবাদিকদের জানান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। উল্লেখ্য, আরামবাগ মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বন্যাপ্রবণ হল খানাকুল দুই নম্বর ব্লক। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি জলাশয়গুলি থেকে জল ছাড়লেই খানাকুল দুই ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। বন্দর ধান্যগোরী, ঘোরাদহ, সাবলসিংহপুর, জগৎপুর, নন্দনপুর, রাজহাটি, ঠাকুরানিচক সহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়। ২০২১ সালের বন্যার ভয়াবহ ঘটনা এখনও ভুলতে পারেনি মানুষ। দ্বারকেশ্বর নদী থেকে শুরু করে মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর নদী, রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ সংস্কার হয়। যদিও বেশ কিছু জায়গায় বাঁধ সংস্কারের কাজ একেবারেই দায়সারা হয়েছে বলে যেমন অভিযোগ উঠেছে তেমনি কোথাও আবার বাঁধ সংস্কারের নামে কেবল বালির বস্তা ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, নদীবাঁধ ঠিক আছে। আমরা সচেতন আছি। নজরদারি চলছে। তবে নদী বাঁধ এলাকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছে। এদিন দ্বারকেশ্বর নদীর জল বাড়ায় এলাকার মানুষ নদীর বাঁধে উঠে যায়।

এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, দ্বারকেশ্বর নদীতে জল এসেছে। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা নজরদারি চালাচ্ছি। এলাকায় মাইকিং করা হচ্ছে। প্রশাসন সজাগ আছে। সবমিলিয়ে দ্বারকেশ্বর নদীতে জল বাড়তেই আরামবাগ প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে।

খুনের অভিযোগে একবছর পর গ্রেপ্তার অভিযুক্ত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: খুনের অভিযোগে একবছর পর গ্রেপ্তার অভিযুক্ত ব্যক্তি। ধৃতকে সোমবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৭দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন মহকুমা আদালতের বিচারক।

উল্লেখ্য, মামি শাশুড়ির সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে মামা শ্বশুরকে খুন হতে হয়েছিল বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সম্পর্ক জেনে ফেলায় খুন হতে হয় পিন্টু বাউরিকে। সেই ঘটনার একবছর পর গ্রেপ্তার হল পিন্টু বাউড়ির ভাগ্নি জামাই শ্যামল বাউড়ি। রবিবার রাতে শ্যামল বাউরিকে দুর্গাপুরের ফরিদপুর ব্লকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখে নিখোঁজ হন কাঁকসার রূপগঞ্জের বাসিন্দা পিন্টু বাউরি। ৪দিন পর কাঁকসার ভালুককোন্দার একটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় পিন্টু বাউড়ির পচাগলা মৃতদেহ। কাঁকসা থানার পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পিন্টু বাউরির পরিবারের সদস্যরা কাঁকসা থানায় মৃত পিন্টু বাউড়ির ভাগ্নি জামাই শ্যামল বাউরি ও পিন্টু বাউড়ির স্ত্রীর নামে লিখিত অভিযোগ করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। গত একবছর ধরে পলাতক থাকার পর রবিবার শ্যামল বাউরিকে দুর্গাপুর থেকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্যামল বাউরির সঙ্গে পিন্টু বাউরির স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক জেনে যাওয়ার ফলেই পিন্টু বাউরিকে হত্যা করে শ্যামল বাউরি। পুলিশের দাবি, কাঁকসা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই খুনের ঘটনার অভিযোগ স্বীকার করে শ্যামল বাউড়ি। তারপরেই কাঁকসা থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে সোমবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তারও সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

লরি আটকে রামলালের তোলা আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: সোমবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা ১ নম্বর ব্লকের লেদাপোলের ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দাদাগিরি চালাল জঙ্গলমহলের রামলাল নামক নামক পূর্ণ বয়স্ক রেসিডেন্সিয়াল হাতিটি। এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ গড়বেতা ১ নম্বর ব্লকের লেদাপোলে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি ধান বোঝাই লরি থামিয়ে কয়েক বস্তা ধান নামিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সেই ধান খেয়ে গেল রামলাল। রামলালের এই তাণ্ডবে জাতীয় সড়কের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন যানবাহন। রামলালের তাণ্ডবের সেই দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন সাধারণ মানুষ থেকে বাস সহ অন্যান্য যানবাহনের যাত্রীরা। স্থানীয় ও বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে রামলাল নামক রেসিডেন্সিয়াল হাতিটি গড়বেতার লেদাপোল এলাকায় জাতীয় সড়ক পারাপারের সময় ধান বোঝাই লরি আটকে ধান সহ বিভিন্ন খাবার খেয়েছে। খাবার পর বস্তাগুলি রাস্তার উপর ছড়িয়ে দেয়। এরপর আরো কয়েকটি লরিতে তাণ্ডব চালিয়েছে সে। একটি যাত্রীবাহী বাসের দিকেও আক্রমণাত্মক মেজাজে এগিয়ে গিয়েছিল! তবে, খাবার নেই বুঝতে পেরে পিছুটান দেয়। এরপর, কাছাকাছি থাকা একটি পেট্রোল পাম্পের দিকে এগিয়ে যায় রামলাল। তবে কাউকে আক্রমণ করেনি। এলাকায় দাদাগিরি দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত বন কর্মীদের তাড়া খেয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে। গত কয়েকদিন ধরে রামলাল গড়বেতা, হুমগড়, বাঁকুড়া প্রভৃতি এলাকাগুলিতে অবস্থান করছে।

রাজনীতিবিদদের সদিচ্ছার অভাবেই ভাবাদিঘির জট কাটছে না, রেল থেকে বঞ্চিত কামারপুকুরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভাবাদিঘির জটের কারণে এখনো অধরা তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর রেল চলাচল। প্রায় ১৩ বছর ধরে ভাবাদিঘির জটে রেল চলাচল বন্ধ। আবারও ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট। আবারও প্রতিশ্রুতি আসবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ রেলে চাপা থেকে বঞ্চিত থাকবে। কি এক অদৃশ্য কারণে এখনো ভাবাদিঘির জট না কাটায় ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে।

যদিও ইতিমধ্যেই তারকেশ্বর থেকে গোঘাট পর্যন্ত রেল চলছে। কিন্তু ভাবাদিঘির জট না কাটায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মস্থান কামারপুকুরে রেল গেল না। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মধ্যে পরস্পর বিরোধী অভিমত ও চরম গাফিলতি এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ভাবাদিঘির মানুষকে ব্যবহার করায় ভাবাদিঘির জট এখনও কাটেনি। পাশাপাশি ভাবাদিঘি মানুষের জেদ ও জলাশয় বাঁচানোর নামে রাজনীতি করার জন্যই সাধারণ মানুষ আজ তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রেলে চাপা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। গোঘাটের মানুষ গত বিধানসভায় ভাবাদিঘি ইস্যুকে সামনে রেখে বিজেপিকে সমর্থন করে এবং বিজেপির বিধায়ক হন বিশ্বনাথ কারক। প্রায় আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও ভাবাদিঘির জট কাটাতে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। যদিও বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক বলেন, রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করলেই রেল চলাচল শুরু হবে। প্রশাসনের সব স্তরেই আমি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি ভাবাদিঘির জোট কাটানোর জন্য। অপরদিকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেও আঙুল তুলেছে এলাকার মানুষ। অভিযোগ তৃণমূল নেতৃত্ব নাকি দিঘির ওপর দিয়েই রেললাইন করতে চায়। এই জন্যই ভাবাদিঘির মানুষ আন্দোলন নেমেছে। এই বিষয়ে ভাবাদিঘি আন্দোলনের নেতা সুকুমার সাঁতরা বলেন, আমাদের দাবি রেল চলাচল হোক। কিন্তু ভাবাদিঘিকে বাঁচিয়ে রেল চলাচল হোক। বিকল্প পথ দিয়ে অর্থাৎ দিঘির উত্তরপাড়ের ফাঁকা মাঠ দিয়ে রেল চলাচল করুক। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে ৫২ বিঘার ওই দিঘির (দিঘির নামেই গ্রামের নাম) একাংশ বুজিয়ে রেলপথ নির্মাণ হবে জানতে পেরে তাঁরা আপত্তি তোলেন এবং ভাবাদিঘির মানুষ আন্দোলন শুরু করে। মূলত তাদের আন্দোলনের জেরেই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পের কাজ থমকে যায়। অপরদিকে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, প্রশাসনিক স্তরে জেলাশাসক

ও মুখ্যমন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে। গোঘাটের বিজেপি নেত্রী দোলন দাস বলেন, এই জটের জন্য শাসক দল তৃণমূল দায়ী। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের জন্য রেলের ম্যাপ জলাশয় এর উপর দিয়ে ঘুরিয়ে দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি দিঘিকে বাঁচিয়ে রেল চালু করবে। ভাবাদিঘির জট প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ দেবাশিস সেট বলেন, ভাবাদিঘির জট কাটাতে রাজনীতিবিদদের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। তাই প্রতিটা রাজনৈতিক দলকে সহনশীল হতে হবে। রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে এই জট কাটাতে হবে।

প্রতারিত ছ'জনকে টাকা ফেরত সাইবার ক্রাইমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: প্রতারিত ছ'জনকে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ফেরাল সাইবার ক্রাইম থানা। রাজ্যের পাশাপাশি সারা দেশ জুড়েই চলছে সাইবার প্রতারণা। কখনও মোটা টাকা লোন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আবার কখনও ব্যাঙ্কিং সিস্টেম সমাধান করার টোপ দিয়ে চলছে প্রতারণা। যার জেরে লক্ষ লক্ষ টাকা হারিয়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রতারণার শিকার হয়ে সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তবে সাইবার ক্রাইম থানাও বেশ সক্রিয়। এবার তারই নমুনা মিলল হাতে নাতে। প্রতারিত ছয় ব্যক্তিকে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ফেরাল বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতারিত ছয় ব্যক্তির হাতে ওই টাকা তুলে দেন ডিএসপি ডি তামাং ও সাইবার থানার আইসি সুদীপ্ত দে। টাকা ফিরে পেয়ে এদিন সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানান কেরলের বাসিন্দা প্রাক্তন সেনাকর্মী জয় কুমার পিজি। বর্তমানে তিনি ভারত-বাংলাদেশের পেট্রাপোল সীমান্তে কর্মরত। তিনি বলেন, 'পুলিশ এইরকম হওয়া উচিত। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমি আমার টাকা ফিরে পেলাম। পাশাপাশি পুলিশ আধিকারিকরা মানুষকে সচেতন হওয়ার বার্তা দেন।'

লরির ধাক্কায় মৃত্যু দুই যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল দুই যুবকের। রবিবার রাতে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার নারায়ণপুর এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই যুবকের নাম দেব কুমার মণ্ডল (২৩) এবং রুপাই গোস্বামী (২৬)। দু'জনের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার লক্ষ্মীপুর কলোনিতে। অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে এই দু'জন মোটরবাইক নিয়ে গাজোলের এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিল। নারায়ণপুরের কাছে আচমকা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর বাইকের সামনে ধাক্কা মারে। তাতেই ঘটনাস্থলে দু'জনের মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছে, ওই দুই যুবকের মাথায় হেলমেট ছিল না এবং তাদের মোটর বাইকের গতিও অনেক জোরে ছিল। নারায়ণপুর এলাকার কাছে মোটরবাইকটিও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। যার ফলে লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এবং ঘটনাস্থলে দু'জন মারা যায়। এই দুর্ঘটনার পর পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে রাতেই ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

ক্যানেলের জলে ডুবে মৃত্যু দুই পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে গিয়ে ক্যানেলের জলে ডুবে মৃত্যু দুই পড়ুয়ার। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায় উত্তর দিনাজপুর জেলার দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেঞ্জাবাড়ি এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি গ্রামবাসীরা তাদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ স্থানীয় কিছু কিশোর স্থানীয় রাজগ্রাম এলাকায় বিনা নদীর একটি খালে বৃষ্টির জল ভরে যাওয়ায় এখানে সাঁতার কাটতে যায়। সাঁতার কাটার সময় তাদের মধ্যে তিনজন জলে তলিয়ে গেলে একজনকে কোনও রকমে বাঁচানো গেলেও, দু'জন জলে তলিয়ে যায়। মৃত দুই পড়ুয়ার নাম অমিত বিশ্বাস (১৬) ও পাপন সরকার (২১)। মৃত অমিত বিশ্বাস রাজগ্রাম গ্রাম হাই স্কুলের ছাত্র এবং পাপন সরকার কলেজ পড়ুয়া। তাদের উভয়ের বাড়ি ইটাহার থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেঞ্জাবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে।

বেলুনের ভিতরে আলো জ্বলতে দেখে আতঙ্কিত গোঘাটের ফুলই গ্রামের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট: বেলুন আতঙ্ক ছড়ালো হুগলির গোঘাটের বদনগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলই গ্রামে। বেলুনের ভিতরে আলো জ্বলতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার বাসিন্দারা। জানা যায়, বিশাল আকারের একটি বেলুন আকাশে উড়তে উড়তে ফেটে যায় এবং তাঁদের গ্রামের মধ্যে একটি গাছে আটকে পড়ে।

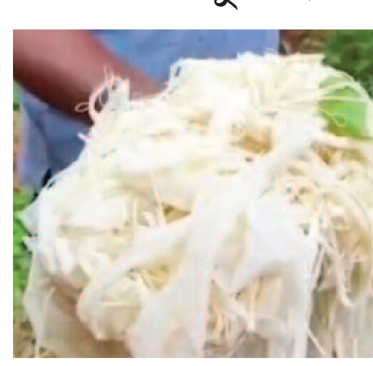

আর এই ঘটনায় বাসিন্দারা প্রত্যেককে খবর দেওয়ার পরই দেখে বেলুনটির মধ্যে একটি রিমোট জাতীয় কোনও একটি অজানা মেশিন বেরিয়ে আসে। আর এই মেশিনের মধ্যে আবার আলো জ্বলতে থাকে। আগে এই ধরনের জিনিস না দেখার কারণেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে।

এই বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, সকালে ধান জমিতে এক ব্যক্তি ওষুধ দিতে যাওয়ার সময় বিশাল আকারের বড় বেলুন এবং তার ভিতরে একটি রিমোট দেখতে পেয়েই তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার মানুষকে বিষয়টি নিয়ে বলেন। তড়িঘড়ি প্রত্যেকে এসে প্রথমে বোমা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে প্রত্যেক মানুষ। আর এই ঘটনায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

অবিকল বেলুনের মতো দেখতে হলেও ভেতরে একটি রিমোট জাতীয় মেশিনের লাইট দেখে আতঙ্ক তৈরি হয়। তবে অনেকেই অনুমান করেছেন, আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনও মেশিন হতে পারে। তবে এ বিষয়ে কারও কোনও ধারণা না থাকার জন্য ফুলুই গ্রামের মানুষ অধিকাংশই আতঙ্কে রয়েছে বলেই জানিয়েছেন। যদিও প্রশাসনের তরফে ওই জিনিসটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কাঁকসায় ডেঙ্গু সচেতনতায় অভিযানে কংগ্রেস কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ডেঙ্গু সচেতনতায় অভিযানের নামেন কংগ্রেস কর্মীরা।

সোমবার সকাল ১১টা থেকে পানাগড় বাজারের বিভিন্ন এলাকায় মশা মারার তেল স্প্রে করার পাশাপাশি ব্লিচিং পাউডার ছড়ান কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি এদিন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা এলাকার বাসিন্দাদের ডেঙ্গু সচেতনতায় এলাকায় যাতে কোথাও জল জমে না থাকে সেই বিষয়ে সচেতন করেন। পাশাপাশি এদিন পানাগড় বাজারে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে কেক কেটে গান্ধিজির জন্মদিবস পালনের পাশাপাশি তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্যকরী সভাপতি মোজাম্মেল হক,

ত্রিলোকচন্দ্রপুর অঞ্চলের সভাপতি শফিকুল রহমান, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ইন্দ্র কুমার মেহেরা, কাজি হেদায়েতুল বারি, কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা, কাঁকসা অঞ্চল সভাপতি, যুব সম্পাদক বাবলু শেখ, ব্লকের মহিলা সভানেত্রী সুলতানা বিবি শেখ, মহিলা অঞ্চল সভাপতি সুমিত্রা ধীবর সহ অন্যান্যরা।

আত্মঘাতী চাষি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রবিবার গভীর রাতে কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সর্বমঙ্গলা এলাকায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন এক চাষি। সোমবার দুপুরে কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই চাষির নাম রাম ঘোষ। তাঁর বাড়ি সর্বমঙ্গলা এলাকায়। পাট চাষ করে তিনি পাটের দাম না পাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে শশা চাষ করেন। শশার ফলন ভালো না হওয়ায় ও গাছ মরে যাওয়ার কারণে ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর শারীরিক অসুস্থতাও ছিল। যার কারণে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন।

রবিবার রাতে নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। মৃতের ছেলে তমাল ঘোষ জানান, চাষ করে দেনার মুখে পড়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা। একই সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

দশমীতে কুমারী পুজো হয় সরকারবাড়ির দুর্গোৎসবে

কৌশিক দে ● মালদা

দশমীর দিন ঘট বিসর্জনের পর নদী থেকে জীবন্ত মাছ ধরে কুমারী পুজোয় দেখানো হয়। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো প্রথা মেনে আজও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা এলাকার সরকার বাড়িতে ধুমধাম করে হয়ে আসছে দুর্গাপুজো। এই সরকার বাড়িতেই দেবী মায়ের স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর শুরু হয়েছিল দুর্গা পুজো। তবে অষ্টমীতে নয়, দশমীর দিন ঘট বিসর্জনের পরেই সরকার বাড়িতে পুরনো নিয়ম মেনেই কুমারী পুজোর প্রচলন রয়েছে। আর সেই কুমারী পুজোর সময় নদী থেকে জ্যান্ত মাছ তুলেই পুজো মণ্ডপের সামনে দেখানো হয়। দেবীর বিদায় লগ্নে এই কুমারী পুজো দেখতে কুশিদা এলাকার শতাধিক মানুষেরা ভিড় করেন সরকার বাড়িতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শতাব্দী প্রাচীন এই দুর্গাপুজোর প্রতিষ্ঠাতা ক্ষেত্রমোহন সরকার। তিনি ছিলেন, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার জমিদার। একসময় হাতিতে চেপে চাঁচলের রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু কুশিদায় হাতির পা মাটিতে বসে যায়। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষেত্রমোহনবাবুর আর চাঁচলে যাওয়া হয়নি। কুশিদায় রাতে একটি বাংলোয় থাকার সময় স্বপ্নাদেশ পান তিনি। তারপর কুশিদাতেই পুজো শুরু করেন তিনি। তার উত্তরপুরুষেরা আজও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই পুজো করে চলেছেন। সরকার পরিবার সূত্রেই জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কুশিদা এলাকায় রয়েছে সরকার বাড়ি। প্রায় দেড় বিঘা জমির ওপর রয়েছে জমিদার ক্ষেত্রমোহনের আদিবাড়ি ও দুর্গাদালান। এখন জমিদারিয়ানা না থাকলেও বর্তমানে এই পুজোকে ধরে রেখেছেন সরকার বাড়ির বর্তমান প্রজন্ম। বোধনের আগে দেবীকে বেনারসি ও সোনার অলংকার দিয়ে সাজিয়ে তুলেন বাড়ির মেয়ে ও বৌয়েরা। নিয়ম রীতি মেনে ষষ্ঠীর দিন হয় বোধন এবং সপ্তমীতে নবপত্রিকাকে স্নান করিয়ে নিয়ে এসে তাঁকে স্থাপন করা হয় দুর্গা দালানে। তারপর চলে পুজো।

বেশিরভাগ বনেদি বাড়িতে অষ্টমী তিথিতে কুমারী পুজার চল থাকলেও সরকার বাড়ির দুর্গাপুজায় কুমারী পুজো হয় দশমীতে। দশমীর দিন দেবীর বিদায় বেলায় ধনুচি নাচ এবং সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেন সরকার বাড়ির মহিলারা। কর্মসূত্রের পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও পুজোর পাঁচ দিন সকলেই বাড়ি ফিরে আসেন এবং প্রত্যেকেই পুজোর কটা দিন একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া ও আনন্দ সহকারে সময় কাটান।

রাজস্থানে কংগ্রেসের ভোটব্যাংক রাজনীতি নিয়ে তোপ মোদির

জয়পুর, ২ অক্টোবর: গতবছর রাজস্থানের উদয়পুরে দরজির মুণ্ডচ্ছেদের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল গোটা দেশে। ভোটমুখী রাজস্থানে দলের প্রচারে গিয়ে সেই প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, উদয়পুরের দরজির হত্যাকাণ্ড নিয়েও ভোটব্যাংকের রাজনীতি করেছে অশোক গেহলট সরকার।

সোমবার চিতরগড়ে দলীয় সভায় যোগ দেন মোদি। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, 'উদয়পুরে যা ঘটেছে তা কল্পনাতেও ছিল না কারও। মানুষ কাপড় সেলাইয়ের অজুহাতে ভয়হীনভাবে দরজির গলা কেটে নিয়েছিল। এমন ঘটনাকেও কংগ্রেস ভোটব্যাংক হিসেবে দেখেছিল।' গত মাসে জয়পুরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েও উদয়পুরের দরজি হত্যার প্রসঙ্গ টেনে এনেছিলেন মোদি। বলেছিলেন, সেই রাজ্যে কী করে লগ্নি আসবে, যেখানে এমন ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ঘটে চলে। আরও বলেন, কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে।

চিতরগড়ে এদিন কংগ্রেসের দলীয় কোন্দল নিয়েও কটাক্ষ করেন মোদি। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট নিজের চেয়ার বাঁচাতে ব্যস্ত, বাকিরা তাঁকে সরানোর জন্য লেগে রয়েছে। এমন একটি দলের শাসনে রাজ্যের আমজনতা কখনই ভালো থাকতে পারে না বলেই মত প্রধানমন্ত্রীর। উল্লেখ্য, চলতি বছরের শেষেই রাজস্থানে ভোট। কংগ্রেস, বিজেপি-সহ সমস্ত দল ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত।

রাজঘাটে গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর: গান্ধি জয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার সকালে দিল্লির রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে পুস্পাঞ্জলি প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও। টুইটেও জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। অন্যদিকে, এ দিন দুপুরেই আবার গান্ধিমূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে যাবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরাও।

এ দিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দিল্লির রাজঘাটে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে গিয়ে পুস্পাঞ্জলি দেন তিনি। মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে প্রণামও করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও।

অন্যদিকে, সকালেই প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করেন। টুইটে তিনি লেখেন, 'গান্ধি জয়ন্তীর বিশেষ ক্ষণে আমি মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানাই। ওনার কালজয়ী শিক্ষা আজও আমাদের পথকে আলোকিত করে। বিশ্বব্যাপী প্রভাব রয়েছে মহাত্মা গান্ধির। সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্য ও সহানুভূতির চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছেন উনি। ওনার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে যেন আমরা কাজ করতে পারি। ওনার চিন্তাভাবনা যেন আমাদের যুব প্রজন্মকে একতা ও সম্প্রীতির ধারণায় অনুপ্রাণিত করে।'

বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে ঝামেলা ট্রাঙ্কে মিলল ৩ বোনের মৃতদেহ

চণ্ডীগড়, ২ অক্টোবর: নিখোঁজ ছিল তিন বোন। দিনভর শিশুকন্যাদের খুঁজে না পেয়ে বাবা-মা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। একদিন পরে তাদের দেহ উদ্ধার হল একটি পরিত্যক্ত ট্রাঙ্ক থেকে। পঞ্জাবের জলন্ধর জেলার তিন শিশুকন্যার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ভাড়া থাকত শিশুদের পরিবার। বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝামেলা চলছিল তাদের।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি জলন্ধর জেলার কানপুর গ্রামের। ভাড়া বাড়িতে থাকত পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারটি। দম্পতির ৫ সন্তানের মধ্যে তিন মেয়ে। রবিবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল কাঞ্চন (৪), শক্তি (৭) এবং অমৃতা (৭)। রাতে স্থানীয় মকসূদান থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান দম্পতি। সোমবার সকালে বাড়িরই একটি ট্রাঙ্ক থেকে তিন শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পৌঁছয় পুলিশ। তিন শিশুর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, মদ খাওয়া নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে মৃত শিশুকন্যাদের বাবার ঝামেলা চলছিল। বাড়ি ছাড়াতে বলেছিলেন ক্ষিপ্ত বাড়িওলা। তিনিই মেজাজ হারিয়ে তিন শিশুকন্যাকে হত্যা করেছেন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সন্দেহভাজনদের।

৮ অক্টোবর আমেরিকায় অক্ষরধাম মন্দিরের উদ্বোধন, শুভেচ্ছা মোদি ও সুনাকের

ওয়াশিংটন, ২ অক্টোবর: আমেরিকার নিউ জার্সির ছোট্ট শহরে রবিন্সভিলে, উদ্বোধন হতে চলেছে স্বামীনারায়ণ অক্ষরধাম মন্দির। আধুনিক যুগে ভারতের বাইরে স্থাপিত সর্ববৃহৎ হিন্দু মন্দিরগুলির অন্যতম হতে চলেছে এই মন্দির। ১২,৫০০-রও বেশি স্বেচ্ছাসেবক ১২ বছর ধরে হাতে খোদাই করে এই মন্দির তৈরি করেছেন। ৮ তারিখ উদ্বোধন হলেও, ৩০ সেপ্টেম্বর মোহান্ত স্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে ইতিমধ্যেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে। হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্যের একটি মাইলফলক বলা হচ্ছে এই মন্দিরকে। মন্দিরটির উদ্বোধনের আগে, শুভকামনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

২৯ সেপ্টেম্বর মন্দির কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি লিখে আসন্ন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লিখেছেন, নিউ জার্সির রবিন্সভিলে অক্ষরধাম মহামন্দিরের উদ্বোধনের খবর জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ভক্তদের জন্য এই অনুষ্ঠান গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দু মন্দিরগুলি সেবা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। এগুলি শুধুমাত্র ভক্তির কেন্দ্রই নয়, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্যের জ্ঞান ও অভিব্যক্তি প্রকাশের প্ল্যাটফর্মও বটে। তাঁর মতে, ভারতীয় স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠত্ব, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে তুলে ধরবে নিউ জার্সির অক্ষরধাম মন্দির। বাপস স্বামীনারায়ণ সংস্থার সকলকে তিনি শুভকামনা জানিয়েছেন।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই অক্ষরধাম মন্দিরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদির। ২০১৭ সালে, তিনি গুজরাতের গান্ধীনগরে অবস্থিত অক্ষরধাম মন্দির পরিদর্শন করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুলকে মন্দিরে স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনি। অন্যদিকে, জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য গত সেপ্টেম্বরে নয়া দিল্লিতে এসে, সেখানকার অক্ষরধাম মন্দিরে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। সেই সময় সুনাক বলেন, এই মন্দিরের সৌন্দর্য এবং এর শান্তি, সম্প্রীতি এবং ভালো মানুষ হয়ে ওঠার সার্বজনীন বার্তা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। এটা শুধুমাত্র একটি উপাসনালয়ই নয়, এটি ভারতের মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির এক মাইলফলক এবং বিশ্বে ভারতের অবদানকে তুলে ধরে।

গুগল ম্যাপ অনুসরণ করে নদীতে গাড়ি ডুবে মৃত্যু ২ চিকিৎসকের

তিরুঅনন্তপুরম, ২ অক্টোবর: টানা প্রবল বৃষ্টিতে বানভাসি কেরল। আর সেই বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না দুই চিকিৎসকের। নদীতে গাড়ি ডুবে প্রাণ হারালেন তাঁরা।

পুলিশ জানিয়েছে, কেরলের কোচির পেরিয়ার নদীতে গাড়ি ডুবে ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি। ওই জেলারই এক বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন বছর উনত্রিশের অদভেদ এবং আজমল। রবিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ কদুনগাল্লুর থেকে চারচাকা গাড়িতে ফিরছিলেন তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন আরও তিনজন। রাস্তা চেনার জন্য গুগল ম্যাপ অন করেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন চালক। আর তাতেই ঘটে যাবতীয় বিপত্তি। পেরিয়ার নদীটিকে ভুলবশত জল জমে আছে বলে দেখায় গুগল ম্যাপে। ফলে গাড়ি নিয়ে সোজা এগিয়ে যায় সেদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি ডুবে যায় নদীতে। ঘটনা দেখে ছুটে আসেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। গাড়িটি তোলার চেষ্টা করেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনী এবং পুলিশকে। তারাও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কোনওভাবেই বের করা যাচ্ছিল না অদভেদ ও আজমল। বাকি তিনজন কোনওক্রমে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। দ্রুত তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় শেষমেশ স্কুবা ডাইভাররা অদভেদ ও আজমলের দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, বৃষ্টির কারণে পথঘাট ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। ম্যাপ অনুসরণ করাতেই ঘটে বিপত্তি।

নামকরণ নিয়ে বচসা, সন্তানের নাম রাখল আদালত

মাদ্রাজ, ২ অক্টোবর: স্ত্রীর সঙ্গে আর এক ছাদের নীচে থাকেন না স্বামী। তার মধ্যে সন্তানের নামকরণ নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বচসা চলছিল দম্পতির। তাই নিয়ে মামলা হয় কেরল হাইকোর্ট। অবশেষে সেই ছেলের নাম রাখল আদালত। কেরল হাইকোর্টের বিচারপতি বেচু কুরিয়ান টমাসের পর্যবেক্ষণ, 'বাবা-মায়ের দৈনন্দিন ঝগড়া, অশান্তি যেন শিশুটির জীবনে নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে।' আদালত জানায়, প্রত্যেক মানবশিশুর নাম জরুরি। যে হেতু ছেলেটির নাম দেওয়া হয়নি, আদালতই তার নামকরণ করছে।

স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হয় না। স্বামী অন্যত্র থাকেন। দম্পতি একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তা এখনও চলছে। কিন্তু স্ত্রী ছেলের যে নাম রাখতে চান, তা কিছুতেই রাখতে চান না স্বামী। আবার স্বামীর রাখা নাম স্ত্রীর পছন্দ নয়। এই অবস্থায় শিশুটির কোনও নামকরণ হচ্ছিল না। কিন্তু সরকারি শংসাপত্রের জন্য নাম তো জরুরি। এই অবস্থায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শিশুটির মা। মামলার শুনানিতে আদালত বলে শিশুর কল্যাণ, তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তথা সামাজিক নিয়মের জন্য এবং বাবা-মায়ের স্বার্থের কথা ভেবে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যে নামের অভাবে শিশুটি স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি। হাই কোর্টে শিশুটির মা জানান, পুত্রের নাম তিনি রেখেছিলেন 'পুণ্য'। ওই নামে শিশুটির জন্ম শংসাপত্র তৈরির আবেদন জানান তিনি। অন্যদিকে, আদালত জানতে পারে শিশুটির বাবা তার নাম রাখতে চান 'পদ্ম'। সব পক্ষের সওয়াল শোনার পর আদালত শিশুটির নাম রাখে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, সরকারি সার্কুলার এবং বিভিন্ন উদাহরণ টেনে আদালত বলে মায়ের প্রস্তাবিত নামটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। তার পর মায়ের দেওয়া 'পুণ্য' নামটিই চূড়ান্ত করেন বিচারপতি। আর শিশুটির পদবি হচ্ছে তার বাবার দেওয়া নাম। অর্থাৎ, শিশুটির নাম হয় পুণ্য পদ্ম।

এস জয়শঙ্করের কারণেই ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত: রিচার্ড ভার্মা

ওয়াশিংটন, ২ অক্টোবর: আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার কারিগর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তাঁর সঠিক নেতৃত্বে ভর করেই শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে দুই দেশ। ভারতের বিদেশমন্ত্রীকে এভাবেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস) রিচার্ড ভার্মা। তিনি বলেন, জয়শংকর না থাকলে ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এই জায়গায় পৌঁছতে পারত না। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর সফরের শেষ দিনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিং সান্ধু। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় মার্কিন আধিকারিক। ওই অনুষ্ঠানেই ভারতের বিদেশমন্ত্রীর ভূয়সী প্রসংসা করেন মার্কিন সচিব। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে ভারতে কাজ করেছেন রিচার্ড। প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হয়ে ভারতে এসেছিলেন তিনি। সেই সময় থেকেই জয়শংকরের কাজের সঙ্গে পরিচিত রিচার্ড ভার্মা।

অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও তাৎপর্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে। দুই দেশের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান কারিগর এস জয়শংকর। তাঁর নেতৃত্ব না থাকলে দুই দেশের সম্পর্ক আজ এত ভালো পর্যায়ে পৌঁছতে পারত না। মহাত্মা গান্ধি ও মার্টিন লুথার কিং-এর আদর্শের উপর ভিত্তি করেই দুই দেশের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে বলে জানান রিচার্ড। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব ফেলবে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন শতাধিক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিত্ব। দেশের উন্নতিতে তাঁদের অবদানের কথাও তুলে ধরেন রিচার্ড।

আইএসআই সহকারী ডিরেক্টর জেনারেল পদে দাউদ? জল্পনা

ইসলামাবাদ, ২ অক্টোবর: পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স -এর শীর্ষ পদে দাউদ ইব্রাহিম? ফ্রি প্রেস জার্নালের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টকে ঘিরে শুরু হয়েছে এমনই জল্পনা। ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, আইএসআই তাদের সহকারী ডিরেক্টর জেনারেল হিসাবে দাউদকে নিয়োগ করেছে। সেই রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, পাক-গুপ্তচর ব্যবস্থায় দাউদের অবদানের জন্যই এই 'স্বীকৃতি'। ফ্রি প্রেস জার্নালের রিপোর্ট অনুযায়ী, গোপনে আইএসআইয়ের সঙ্গে

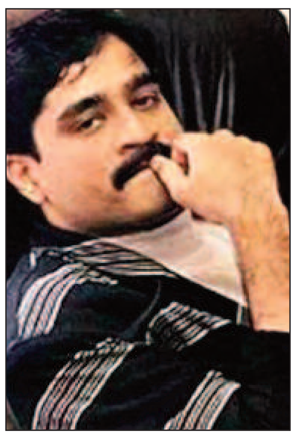

দাউদের যোগ ছিলই। এ বার ঘোষিতভাবে ওই সংস্থায় আসছেন দাউদ।

মুম্বই আন্ডারওয়ার্ল্ডের কুখ্যাত নাম দাউদ ইব্রাহিম আশির দশকে ভারত থেকে পালিয়ে দুবাই চলে যান। এর পর সেখান থেকেই অন্ধকার জগত পরিচালনা করতেন। পরবর্তীকালে পাকিস্তানে আশ্রয় নেন। ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ মুম্বইয়ের যে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল, তার মাস্টারমাইন্ড ছিলেন দাউদ-ই। পাকিস্তান থেকে এই হামলা পরিচালনা করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, আমেরিকা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপুঞ্জ, সকলেই বহু দিন আগেই দাউদকে আন্তজাতিক জঙ্গি ঘোষণা করেছে।

ফ্রি প্রেস জার্নালের রিপোর্ট যদি সত্যি হয়, তবে তা ভারতের জন্য সুখবর নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত পাকিস্তান। সেনা ও রাজনীতিবিদরা আমজনতার আস্থা হারাচ্ছেন। এই অবস্থায় নিজেদের ভাবমূর্তি ফেরাতে শত্রু দেশে হামলার ছক কষতে পারে আইএসআই। নেতৃত্ব দিতে পারেন দাউদ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-tender for execution of 2 (Two) Nos. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. NIT No.-WBMAD/ULB/DHM/NIT-07/323 (e) /2023-24. Viz. memo no-K-12(Ten)/A-512/DHM dated-29.09.2023. Last date of online submission: 17.10.2023. Detailed information available in the departmental website: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-tender for execution of 4 (Four) Nos. of bituminous work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. NIT No.-WBMAD/ULB/DHM/NIT-06/322(e) /2023-24. Viz. memo no-K-12(Ten)/A-511/DHM dated-29.09.2023. Last date of online submission: 17.10.2023. Detailed information available in the departmental website: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

TENDER NOTICE
Abridged form of 3 (Three) nos e-NIT
Circulation continue memo **no-149(3)/Sar/2023 to 151(3)/Sar/2023 dated-29.09.2023 for eNIT-05/SAR/2023-24, eNIT-06/SAR/2023-24, eNIT-07/SAR/2023-24.** Applications are hereby invited from intending bidders for 9(Nine) no works under Sarangpur Gram Pannchayat. Bid submission closing date **17.10.2023 at 5.00 PM.** Other details may be seen from the website https://wbtenders.gov.in & office Notice Board. **(M) 9734013308**
Sd/- Prodhan, Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

TENDER NOTICE
Abridged form of 4(Four) nos e-NIT
Circulation continue memo **no-145(3)/Sar/2023 to 148(3)/Sar/2023 dated-29.09.2023 for eNIT01/SAR/ 2023-24, eNIT-02/SAR/2023-24, eNIT03/ SAR/ 2023-24, eNIT-04/SAR/ 2023-24.** Applications are hereby invited from intending bidders for 41(Forty One) no works under Sarangpur Gram Pannchayat. Bid submission closing date **10.10.2023 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website https://wbtenders.gov.in & office Notice Board. (M) 9734013308
Sd/- Prodhan, Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 01 no. development work vide **Memo No.: 430/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 04, Date: 29.09.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_582054_1.** Bid Submission Start Date (Online): **30.09.2023 at 10:00 AM.** Bid Submission End Date (Online): **10.10.2023 at 11:00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **12.10.2023.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

Harishpur Gram Panchayat
Penro, Udaynarayanpur, Howrah
Tender Notice
e-Tender (2nd Time Call) is invited by The Prodhan, Harishpur Gram Panchayat, under Udaynarayanpur Dev. Block in district Howrah from bonafied and resourceful contractors for the Eleven nos civil work.

Tender Reference Number –		
1) 28/1/HGP/15TH CFC/(2023-24)	2) 30/1/HGP/15TH CFC/(2023-24)	3) 31/1/HGP/15TH CFC/(2023-24)
4) 32/1/HGP/15TH CFC/(2023-24)	5) 33/1/HGP/15TH CFC/(2023-24)	

Bid submission of Start date- **03/10/2023 from 2:00 p.m.** & Bid submission of Last date- **10/10/2023 to 3:00 p.m.** & Bid Opening date- **12/10/2023**
Intending tenderers may visit for the website https://wbtenders.gov.in for further details.
Sd/-Prodhan
Harishpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-743149
e-Mail Id: murshidabodmunicipality@gmail.com
Phone & Fax No: 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIoT) No: 454/MM/NIeT/2023-24, Dated: 03-10-2023.** The last date for online submission of tender is **17-10-2023 (Tuesday) up to 16:00 Hours.** For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

Office of the
Gobardhandanga Gram Panchayat
Gobardhandanga : Sardighi: Murshidabad.
Tender
- NIET No-007/GGP/15TH C.F.C./2023-24, Memo No-116/GGP/15th CFC/(9)/2023-24, Dated- 27/09/2023;
- NIET No-008/GGP/15TH C.F.C./2023-24, Memo No-117/GGP/15th CFC/(9)/2023-24, Dated- 27/09/2023;

Above all Sealed tender are invited by Prodhan Gobardhandanga G.P. for various works / supply works from bonafied outside contractors as per G.O.
- Download tender documents from- 29/09/2023, at 16.00 hours.
- Tender Documents Submission from -29/09/2023, at 16.00 hours.
- Tender Documents Submission Up-to 07/10/2023, at 15.00 hour.
- Technical Bid Opening - 09/10/2023, at 15.00 hours.
- Financial Bid Opening - 12/10/2023, at 11.00 hours.

. Others details are available in the office notice board and Web-Site: http://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Gobardhandanga Gram Panchayat
Sagardighi, Murshidabad

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. Tender details given below:
NIT No.: 510/MOG-I/23, Date: 03.10.2023
NIT No.: 511/MOG-I/23, Date: 03.10.2023
NIT No.: 512/MOG-I/23, Date: 03.10.2023
NIT No.: 513/MOG-I/23, Date: 03.10.2023
NIT No.: 514/MOG-I/23, Date: 03.10.2023
NIT No.: 515/MOG-I/23, Date: 03.10.2023
NIT No.: 516/MOG-I/23, Date: 03.10.2023
NIT No.: 517/MOG-I/23, Date: 03.10.2023
NIT No.: 518/MOG-I/23, Date: 03.10.2023
Last date of Bid Submission: **10/10/2023 at 18:00 Hrs.** For details log on https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Durgapur Abhaynagar-I Gram Panchayat
Samabaypally, Nischinda, Howrah-711205
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 11 no. different development work(s) vide **(i) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-I GP/Tied Drinking water/NIT-35, 36, 41 & 42, (ii) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-I GP/Tied Sanitation/NIT-37, 38, 39 & 40, (iii) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-I GP/Untied/NIT-43, (iv) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-I GP/PBG SFC/NIT-44 & 45, Date: 27.09.2023 respectively.** Tender ID: 2023_ZPHD_579400_1, 2023_ZPHD_580279_1, 2023_ZPHD_580319_1, 2023_ZPHD_580347_1, 2023_ZPHD_580373_1, 2023_ZPHD_580393_1, 2023_ZPHD_580444_1, 2023_ZPHD_580453_1, 2023_ZPHD_580462_1, 2023_ZPHD_580467_1, 2023_ZPHD_580474_1. Bid Submission End Date: **10.10.2023 up to 01.00 PM.** Technical Bid Opening Date: **12.10.2023 at 01.00 PM.**
Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd./- (Sonali Samaddar)
Pradhan
Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat

তিরুবনন্তপুরমে রোহিত-হার্দিকরা টিমের সঙ্গে গেলেন না বিরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যালেন্ডার বলছে আজ ২ অক্টোবর। গান্ধীজয়ন্তী। সরকারি ছুটির দিন। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটারদের দম ফেলার ফুরসত নেই। কারণ দিন দুয়েক পর শুরু হতে চলেছে ওডিআই বিশ্বকাপ। অপেক্ষার অবসান হবে ৫ অক্টোবর। বিশ্বকাপের আগে ১০ দলই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ৩০ সেপ্টেম্বর ছিল ভারত-ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি ম্যাচ। সেই ম্যাচে শুধু টস হয়েছিল। বৃষ্টির জন্য একটি বলও মাঠে গড়ায়নি। ফলে মেন ইন ব্লুর প্রথম ওয়ার্ম আপ ম্যাচ ভেস্তে যায়। আগামিকাল ভারতের দ্বিতীয় ওয়ার্ম আপ ম্যাচ। প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। এই ম্যাচের জন্য তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছে গেল ভারতীয় টিম। তবে দলের সঙ্গে গেলেন না বিরাট কোহলি।

গুয়াহাটি থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটে করে তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছেছে ভারতীয় টিম। বিমানবন্দরে জড়ো হয়েছিলেন ভারতের একাধিক ভক্ত। তাঁরা রোহিত-হার্দিকদের স্বাগত জানান। কেরালায় টিম ইন্ডিয়ার টিম বাসের সামনে ভক্তদের 'ভারতখ ভারতখ' স্লোগানও শোনা যায়। রোহিত-হার্দিক-শার্দূল-শুভমন-অশ্বিনদের বিমানবন্দর থেকে বেরোতে দেখা গেলেও বিরাট কোহলিকে দেখা যায়নি। ক্রিকবাজের খবর অনুযায়ী, বিসিসিআইয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে মুম্বইয়ে গিয়েছেন বিরাট। তিনি দলের সঙ্গে শীঘ্রই যোগ দেবেন। দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপের আগে হঠাৎই জোর গুঞ্জন, বিরাট কোহলি দ্বিতীয় বার বাবা হতে চলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই খবর রীতিমতো ভাইরাল। অবশ্য বিরাট এবং তাঁর স্ত্রী, বলিউড তারকা অনুষ্কা শর্মা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। কিন্তু টিমের সঙ্গে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য তিরুবনন্তপুরমে কোহলি না যাওয়ায়, তাঁর দ্বিতীয় বার বাবা হওয়ার খবর নিয়ে আরও আলোচনা চলছে নেটদুনিয়ায়। এরই মাঝে রোহিত অ্যান্ড কোং কেরালায় পৌঁছতেই সেখানে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। যার ফলে একটা চিন্তা থেকেই যাচ্ছে যে ভারতের দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচও ভেস্তে যাবে না তো? আজ সোমবার, টিম ইন্ডিয়ার জন্য একটি অনুশীলন সেশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়ার জন্য দুপুর ২টো থেকে কেসিএ-সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এক ঐচ্ছিক অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'ভারতের বিরুদ্ধে নামলেই কাঁপতে থাকে পাকিস্তান'

বিশ্বকাপের আগে মন্তব্য মইনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামলেই ভয়ে কাঁপে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। পাকিস্তানের প্রাক্তন উইকেট কিপার মইন খান এমনই মন্তব্য করে বসলেন। পাছে পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নেয়, সেই কারণে সিনিয়র ক্রিকেটাররা বাবর আজমকে কোনও পরামর্শ দিতে ভয় পায়। এমন কথাও জানিয়েছেন মইন।

ভারতে চলে এসেছে পাকিস্তান দল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলে ফেলেছেন বাবর আজমরা। স্কোর বোর্ডে বিশাল রান তুলে ফেললেও ম্যাচটা হারতে হয় পাকিস্তানকে। ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে কাঁপেন বাবর আজমরা। মইন খান বলেন, দক্রিকেটারদের দেখে ভীত সন্ত্রস্ত মনে হয়। সে রিজওয়ান, শাদাবা বা শাহিন সবার ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। টিম ঠিকমতো জেল করেনি। কোনও

রকম আলোচনা নেই, যদি পরামর্শ দেওয়াও হয়, তবুও তা শোনা হয় না। বাবর আজম তা শুনলেও সেই মতো কাজ হয় না।দ

নির্দিষ্ট করে মইন ভারতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলছেন, দভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ওদের দেখলেই মনে হয় ওরা ভয়ে কাঁপছে। ক্রিকেটার হিসেবে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী খেলা উচিত। একশো শতাংশ অবদান রাখা উচিত। কেউ পরামর্শ দিলে তা ঠিকঠাক খাটতে নাও পারে। এরকম হতেই পারে। কিন্তু শরীরী ভাষা নুইয়ে পড়া হবে কেন। শরীরী ভাষা বলবে জিততে মরিয়া একটা দল কিন্তু সেটাই অদৃশ্য পাক ক্রিকেটারদের মধ্যে।

দুর্গাপুজোয় তিলোত্তমা মাতাতে আসছেন, খবরে সিলমোহর দিলেন খোদ রোনাল্ডিনহো

নিজস্ব প্রতিনিধি: একে উৎসবের আমেজ। তার উপর পুজোর মরসুমে রয়েছে বিশ্বকাপ। এ বার তিলোত্তমাবাসীদের জন্য সুখবর। দুর্গাপুজোয় কলকাতায় আসছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো। গত কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, অক্টোবরে কলকাতায় আসবেন রোনাল্ডিনহো গাউচো। এ বার সেই খবরে খোদ সিলমোহর দিলেন রোনাল্ডিনহো। ৪৩ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার জানিয়েছেন, চলতি মাসেই কলকাতাতে আসবেন তিনি। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় এসে কী কী করবেন রোনাল্ডিনহো, সেই ব্যাপারেও নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন তিনি। এর আগে কলকাতায় এসেছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলে। তিলোত্তমা দর্শন পেয়েছে আর্জেন্টাইন কিংদবন্তি দিয়েগো মারাদোনার। কাতার বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসির পা-ও পড়েছে কলকাতায়। চলতি বছরে ক্রীড়া উদ্যোগপতি শতদ্রু দত্তর উদ্যোগে কলকাতায় এসেছিলেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। এ বার ক্রীড়া উদ্যোগপতি শতদ্রু দত্তর উদ্যোগে কলকাতায় আসছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার রোনাল্ডিনহো।

ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার রোনাল্ডিনহো ফেসবুকে জানিয়েছেন, অক্টোবরে তাঁর আসন্ন কলকাতা সফরের কথা। তিনি লিখেছেন, 'আমি এই প্রথম বার কলকাতা সফরে যাব। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে যাচ্ছি।' রোনাল্ডিনহো জানিয়েছেন, কলকাতায় এসে তিনি একাধিক চ্যারিটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। যেহেতু দুর্গাপুজোর সময় তিনি কলকাতায় আসছেন, তাই তাঁর শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব, আহিরীটোলা যুবকবৃন্দ, বারুইপুর, গ্রিন পার্ক ও রিষড়ার পুজোমন্ডপে যাবেন। এখানেই শেষ নয়। রোনাল্ডিনহো ডায়মন্ড হারবার এফসি মাঠে একটি চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচে খেলবেন। রোনাল্ডিনহো জানিয়েছেন, স্পনসরদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন। কলকাতায় যে প্রচুর ব্রাজিল সমর্থক রয়েছেন, তা জানেন বলেছেন রোনাল্ডিনহো। তাঁদের সঙ্গেও দেখা করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে রোনাল্ডিনহো জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তিনি জার্সি তুলে দিতে চান। এবং ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তিনি অবহিত। তাই বাংলার দাদা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি শিখতে চান ক্রিকেট। এ বারের দুর্গাপুজোয় কলকাতায় সাম্বা ম্যাজিক দেখাতে চান রোনাল্ডিনহো।

কলকাতা সফরে আসার বার্তার শেষ লাইনে রোনাল্ডিনহো লিখেছেন, 'আমি তোমাদের ভালোবাসি।' ফলে এখন থেকেই তাঁর আসার কাউন্টডাউন যে শুরু হয়ে গেল, তা বলার অপেক্ষা রইল না।

ইস্টবেঙ্গলকে আরও শক্তিশালী করতে পাশে দাঁড়াল জুড়ল স্রাচি গ্রুপ ক্রিকেট।

চোয়ালচাপা লড়াই, সাত গেমের ম্যাচে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ সুতীর্থা-ঐহিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সপ্তম গেমের নাটকীয় ম্যাচ। শেষ মুহূর্তে খেই হারালেন সুতীর্থা, ঐহিকা। নির্ণায়ক গেমে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও সুযোগই ছিল না। তবে ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্ন দেখিয়ে গেলেন সুতীর্থা-ঐহিকা। এই জুটির ওপর ভরসা রাখলে ভারতীয় টিটির ঝুলিতে আরও বড় সাফল্য আসবে, সেই প্রত্যাশাই রাখা যায়। আপাতত ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে দুই বঙ্গকন্যাকে। সেটাও তো ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এশিয়ান গেমসে প্রথম বার মেয়েদের ডাবলসে কোনও পদক এল ভারতীয় টিটি-তে।

উত্তর কোরিয়ার প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে প্রথম গেম জেতে সুতীর্থা-ঐহিকা জুটি। পরের গেমে হার। তৃতীয় গেমে ফের লিড নেয় ভারত। রুদ্ধশ্বাস একটা ম্যাচ। কেউ কাউকে জমি ছাড়তে নারাজ। প্রথম বার সেমিফাইনালে উঠে দেশের হয়ে ইতিহাস গড়েছেন সুতীর্থা-ঐহিকা। তাঁদের কাছে হারানোর কিছু নেই। সে কারণেই আরও মরিয়া লড়াই। সোনার ম্যাচে ওঠার জন্য স্কিল এবং বুদ্ধিমত্তার মিশেলে অনবদ্য পারফরম্যান্স। উত্তর কোরিয়া জুটির সঙ্গে স্কোরলাইন ৩-৩ হয়ে যায়। ম্যাচ গড়ায় সপ্তম গেমে। নির্ণায়ক গেম। যে জিতবে, সেই জুটিই সোনার ম্যাচে। সপ্তম গেমে শুরুতেই ৪-০ লিড নেয় উত্তর কোরিয়ার জুটি। এরপর ১ পয়েন্ট সুতীর্থাদের। ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা ছাড়েনি বাংলার টিটি জুটি। তবে স্নায়ুর চাপের গেমে সবই যেন ভুল হতে থাকে। ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে ভারতীয় জুটি। ভাগ্যও সহায় হল না। সপ্তম গেমে ২-১১ হার। এক ঘণ্টার লড়াইয়ে ব্রোঞ্জ। ভারতীয় টিটির জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তবে আক্ষেপ তো থাকেই। প্রথম গেম জিতে এগিয়ে যাওয়ার পর প্রত্যাশা আকাশ ছুঁয়েছিল। খুব কাছে গিয়েও সোনার ম্যাচ থেকে ফিরতে হল। আপশোস আরও একটা, স্কোরলাইনে যে তাঁদের লড়াইটা যদিও লেখা থাকবে না!

বিশ্বকাপারের জোড়া গোলে এএফসি কাপে জিতল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপারের জোড়া গোলে এএফসি কাপে মাজিয়া এসআরসি-কে ২-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। কিন্তু প্রথমার্ধে একটি পেনাল্টি যে ভাবে হেলায় নষ্ট করেন কামিংস, তাতে ম্যাচ ড্র হলে তিনিই হতে পারতেন খলনায়ক।

প্রথম থেকেই আক্রমণ শুরু করে মোহনবাগান। ডান দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়। কামিংস এক বার গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। এর পর মাজিয়া দু'বার সুযোগ পেয়েছিল। ফের ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় মোহনবাগান। মলদ্বীপের ক্লাবটির উপর চাপ বজায় রাখে মোহনবাগান। ১৩ মিনিটের মাথায় বল পেয়েছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। তিনি পাস দেন কামিংসকে। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপার কিছুটা ভেতরে ঢুকে শট নিয়েছিলেন। কিন্তু মাজিয়ার এক ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে বল বাইরে যায়। কর্নার থেকে কামিংসের হেড প্রথমে ফস্কালেও বাঁচিয়ে দেন মাজিয়া গোলকিপার হুসেন শরিফ।

২৮ মিনিটে গোল করে মোহনবাগান। মাঝমাঠ থেকে কামিংসকে বল বাড়িয়েছিলেন হুগো বুমোস। বিপক্ষের তিন ডিফেন্ডার সামনে থাকায় বল নিয়ে না এগিয়ে বক্সের বাইরে থেকে গড়ানো শট মারেন তিনি। পোস্টে লেগে বল জালে জড়িয়ে যায়। প্রথম গোল পেয়েই দ্বিতীয় গোলের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে মোহনবাগান। এ বার আর্মান্দো সাদিকু কোণ থেকে শট নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

৪০ মিনিটে আসে সেই মুহূর্ত। সাদিকুকে বক্সে ফেলে দিয়েছিলেন জোসিচ। সামান্য ধাক্কা মনে হলেও রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। মাজিয়ার ফুটবলারেরা প্রতিবাদ করলেও কান দেননি। কামিংসই পেনাল্টি নিতে এগিয়ে যান। কিন্তু তাঁর মাথায় কী চলছিল আগে বোঝা যায়নি। তিনি সরাসরি শটে গোলে বল মারেননি। বরং বাঁ পায়ের টোকায় পাস বাড়িয়ে দেন পেত্রাতোসের উদ্দেশে।

বলের টোকা এতটাই হালকা ছিল যে তা বেশি দূর এগোয়নি। তা ছাড়া, কামিংস এটি পরিকল্পিত ভাবে করেছিলেন কি না জানা নেই। কিন্তু পেত্রাতোস দৌড় শুরু করতে দেরি করেন। ফলে তিনি বলে শট নেওয়ার আগেই জোসিচ ক্লিয়ার করে দেন। এগিয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া করে মোহনবাগান। ২০১৬ সালে বার্সেলোনায় থাকাকালীন সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে এ ভাবেই লুই সুয়ারেসকে দিয়ে গোল করিয়েছিলেন লিয়োনেল মেসি। কিন্তু এ দিন কামিংস-পেত্রাতোসের জুটি সেই কাজ করে দেখাতে পারেনি।

তার খেসারত দিতে হয় চার মিনিট পরেই। মোহনবাগানের বক্সের বাইরে বল পেয়েছিলেন মাজিয়ার ওয়াদা। তিনি জোরালো শট মারেন। বিশাল কাইথ শরীর ছুড়ে দিয়েও বল নাগালে পাননি। এ ক্ষেত্রে মোহনবাগানের রক্ষণের দুর্বলতাই ধরা পড়ে। কারণ ওয়াদাকে কেউ মার্ক করে রাখেননি।

দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের খেলায় কোনও আগ্রাসন লক্ষ্য করা যায়নি। উল্টে একের পর এক মিস্ পাস এবং দুর্বল রক্ষণে গোল খেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। মাজিয়া অনবরত প্রতি আক্রমণ করছিল। মোহনবাগানের মাঝমাঠে খেলা তৈরি হচ্ছিল না। গ্লেন মার্টিন্সকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। শেষের দিকে তাঁকে উঠিয়ে কোচ জুয়ান ফেরান্দো যখন অনিরুদ্ধ থাপাকে নামান, তখন মোহনবাগানের মাঝমাঠ জেগে ওঠে। কিছুটা নিষ্প্রভ থাকা সাহাল সামাদও গতি ফিরে পান।

মোহনবাগানের শেষ গোল তাঁর পাস থেকেই। ইনজুরি টাইম চলাকালীন মাঝমাঠ থেকে বাঁ দিকে বল পেয়ে বক্সে কামিংসকে উদ্দেশ্য করে বাড়িয়েছিলেন। চলতি বলে বাঁ পায়ের শটে গোল করে খলনায়ক থেকে নায়ক হয়ে যান কামিংস।

বাংলাদেশ শিবিরে স্বস্তি, রশিদ খানদের বিরুদ্ধে খেলবেন ১০০ শতাংশ ফিট শাকিব

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে থেকেই তামিম ইকবাল বনাম শাকিব আল হাসান দ্বন্দ্বে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট। এরমধ্যে আবার প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচের আগে টাইগার্সদের জন্য খারাপ খবর শোনা গিয়েছিল। অনুশীলনে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন দলের অধিনায়ক। তবে বাংলাদেশের জন্য সুখবর। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে পুরো ফিট দলের অধিনায়ক। সোমবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামার আগে শাকিবের ব্যাপারে এমনই বার্তা দিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত।

টস করার সময় নাজমুল হোসেন শান্ত বলেন, তশাকিব শতভাগ ফিট আছেন। প্রথম ম্যাচ খেলার জন্য তিনি প্রস্তুত।দ শ্রীলঙ্কার পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচেও টস করতে নামেননি বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে অনুশীলনে ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। যে কারণে লঙ্কানদের বিরুদ্ধে খেলেননি তিনি। ছিলেন বিশ্রামে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও শাকিবকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তবে গুঞ্জন ছিল, বিশ্বকাপ শুরুর ম্যাচে তাঁর সার্ভিস পাওয়া নিয়ে। আপাতত স্বস্তির খবর, শতভাগ ফিট আছেন শাকিব। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টস করতে নেমে সেটা জানিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। আগামী ৭ অক্টোবর রশিদ খানদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশকে ১২-০ গোলে হারাল ভারত, মোট ৫৮ গোল করে সেমিতে মনদীপ-হরমনপ্রীতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমসে ভারতীয় হকি দলের স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত। সামনে যেই দলই আসছে তাদের কার্যত গোলের মালা পরিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে ভারত। উজবেকিস্তান, সিঙ্গাপুরকে ১৬ গোল করে দেওয়ার পর পাকিস্তানকে ১০ গোল দিয়েছিল হকি টিম ইন্ডিয়া। এবার বাংলাদেশকে দুরমশ করল ভারত। ১২-০ গোল অর্থাৎ বাংলাদেশকে পুরো এক ডজন গোল দিল ভারত।

অন্যান্য দলকে বুঝে নেওয়ার জন্য খানিক সময় নিলেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় ভারত। ম্যাচের ২ মিনিটেই প্রথম গোল চলে আসে। গোলের খাতা খোলেন হরমনপ্রীত সিং। এরপর গোটা ম্যাচ জুড়ে শুধুই ভারতের একাধিপত্য। নিয়মিত ব্যবধানে একের পর এক গোল করতে থাকে ভারত। ১২ গোলের মধ্যে একাই ৩টি করে গোল করে হ্যাটট্রিক করেন হরমনপ্রীত সিং ও মনদীপ সিং। বাংলাদেশ দলকে নিয়ে রীতিমত ছেলেখেলা করল ভারতীয় হকি দল। এদিন ম্যাচের ২, ৪ ও ৩২ মিনিটে গোল করেন হরমনপ্রীত সিং। ১৮, ২৪ ও ৪৬ মিনিটে গোল করেন মনদীপ সিং। ৪১ ও ৫৭ মিনিটে গোল করেন অভিষেক। এছাড়া ২৩ মিনিটে ললিক কুমার উপাধ্যায়, ২৮ মিনিটে অমিত রোহিদাস, ৪৭ মিনিটে নীলকান্ত শর্মা ও ৫৬ মিনিটে গুরজন্ত সিং গোল করেন। এছাড়াও গোটা ম্যাচে যে সুযোগ নষ্ট করেছে ভারত তা গোলে পরিণত হলে বাংলাদেশের লজ্জা আরও বাড়ত। প্রসঙ্গত, গ্রুপ লিগের ৫টি ম্যাচ খেলে ৫টিতেই জয় পেয়েছে ভারতীয় হকি দল। গ্রুপ শীর্ষে থেকেই সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করল হরমনপ্রীত সিং, মনদীপ সিংরা। মোট ৫ ম্যাচে ৫৮ গোল করে এশিয়ান গেমসের লিগ পর্বে রেকর্ড বুকেও নাম লিখিয়ে ফেলল ভারতীয় হকি দল। এবার লক্ষ্য শুধু সোনা জয়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**